ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

**JAGARAN** ■ 73 Years ■ Issue-102 ■ 11 January, 2026 ■ আগরতলা ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৬ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# চাঁদা সংগ্রহ ঘিরে দোকান, বাড়ি, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, বন্ধ নেট পরিষেবা, জারি ১৬৩

## অগ্নিগর্ভ ফটিকরায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** আগামী ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ঐতিহ্যবাহী ভৈরব মেলাকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির বিরোধে ফটিকরায়ে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আইনের শাসনকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানাধীন সায়দারপাড়—শিমুলতলা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ওই এলাকায় একের পর এক বাড়িঘর, দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙচুর এবং মারপিটে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ জন গ্রেফতারও করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফটিকরায় থানার অধীন কাঞ্চনবাড়ি মেইন রোডের সায়দারপার ভৈরব থলিতে ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি ভৈরব মেলার চাঁদা তোলা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। চাঁদা চাইতে গিয়ে কাঠবোঝাই গাড়ির মালিক মসব্বির আলীর সঙ্গে মেলা কমিটির বচসা থেকে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এরপরই শুরু হয় বাকবিতণ্ডা, যা দ্রুত ভয়াবহ রূপ নেয়।পরে কিছু মানুষ রাস্তা অবরোধ করে এবং কয়েকটি দোকানে আগুন লাগায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, মারপিট ও অগ্নিসংযোগে গোটা এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানিয়েছেন, একটি পরিকল্পিত হামলার মাধ্যমে একদল উন্মত্ত দুষ্কৃতী এলাকায় তাণ্ডব চালায়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি কাঠের দোকানসহ একাধিক বাড়ির সামনে রাখা খড়ের মোড়ল। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি ও যানবাহন। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন কয়েকজন নিরীহ মানুষ। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক চরমে পৌঁছায়।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। টিএসআর, সিআরপিএফ ও আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। উত্তেজিত ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয়। পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে চলছে কড়া নজরদারি।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার এবং ঊনকোটি জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি আরও অবনতি ঠেকাতে আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য ঊনকোটি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই জানান, কিছু দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে এলাকায় ঢুকে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এলাকায় এখনও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। শান্তি বজায় রাখতে বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল। একই সঙ্গে ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের গুজব বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা হলে কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন। পাশাপাশি, সকলকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও উস্কানিমূলক পোস্ট বা শেয়ার না করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজোর চাঁদার নামে প্রকাশ্য সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের এই ঘটনা আবারও বড় প্রশ্ন তুলে দিল সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কি এতটাই মূল্যহীন? ফটিকরায়ের এই লজ্জাজনক ঘটনা প্রমাণ করে দিল, দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ ছাড়া শান্তি ও স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনা কঠিন।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ফটিকরার সায়দারপার এলাকায় এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, যা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় বিধায়ক।স্থানীয় নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসন যথাযথ তৎপরতার মাধ্যমে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## কাঞ্চনপুরে বিশাল জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী

# রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি হলেও জনজাতিরা বুঝে গেছে প্রকৃত উন্নয়ন বিজেপিই করতে পারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১০ জানুয়ারি।।** কাঞ্চনপুরে শনিবার রাজনৈতিক উত্তেজনা ও উৎসাহের তীব্রতা চোখে পড়ার মতো ছিল। দুপুর প্রায় ১২টায় নতুন মোটরস্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এক বিশাল প্রকাশ্য জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার উপস্থিতিতে সভাস্থলটি গেরুয়া পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

জনসমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা, বিজেপি নেতা বিপিন দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক স্বপন রায় রিয়াং, উত্তর জেলার সভাপতি কাজল দাস, কাঞ্চনপুর মণ্ডল সভাপতি বীরেন্দ্র কর সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

মঞ্চ থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার মানুষের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিনেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্যের সর্বত্র জনজাতির উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি হলেও জনজাতিরা বুঝে গেছে যে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন একমাত্র বিজেপি সরকারই করতে পারে। তিনি আরও জানান, গত ২০ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# সামান্য বিষয়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা বিরোধীদের ঃ রাজীব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** সামান্য বিষয়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টায় আছে বিরোধীরা। তাঁদের প্ররোচনায় পা না দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীকে আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

আজ প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, ফটিকরায় থানার অধীন কাঞ্চনবাড়ি মেইন রোডের সায়দারপার ভৈরব থলিতে একটি ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। সাথে সাথে ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। টিএসআর, সিআরপিএফ ও আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। সরকারের তরফ থেকে প্রশাসনকে কড়া নজরদারি নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বিরোধীরা এই সামান্য ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ির দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, বিরোধীরা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# বিজেপির কিছু মরুব্বির কারণে রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে ঃ জিতেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** প্রদেশ বিজেপির কিছু নেতারা সাংবিধানিক শপথ গ্রহণ করে বর্তমানে মুরুব্বি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই মুরুব্বিদের কারণেই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, তা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। আজ ফটিকরায় কাণ্ডে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিজেপির শাসনকালে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসা বেড়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে ডিজিপি যে তথ্য দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফটিকরায় সাম্প্রতিক ঘটনা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

এদিন তিনি নাম না করে মন্ত্রীর সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, ফটিকরায় স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি ছড়ানোর চেষ্টা করেন। তিনি এধরণের কার্যকলাপকে প্রশয় দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রদেশ বিজেপির কিছু নেতারা সাংবিধানিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিতে জ্বলছে রাজ্য ঃ আশীষ সাহা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** বিজেপির ঘৃণার রাজনীতি রাজ্যকে জ্বলিয়ে তুলেছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তহীনতায় ভুগছে এবং সামাজিক সৌহার্দ্য ধ্বংসের পথে রয়েছে। আজ ফটিকরায়ে চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর বিবাদের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

প্রসঙ্গত, ফটিকরায় থানার অধীন কাঞ্চনবাড়ি মেইন রোডের সায়দারপার ভৈরব থলিতে আগামী ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ভৈরব মেলার চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। চাঁদা তুলতে গিয়ে মেলা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কাঠবোঝাই গাড়ির মালিক মসব্বির আলীর বচসা শুরু হয়। সেই বচসা দ্রুতই সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনার পর কিছু মানুষ রাস্তা অবরোধ করে এবং একাধিক দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, মারপিট ও আগুন লাগানোর ঘটনায় গোটা এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রী সাহা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# সংখ্যালঘু ব্যক্তির হামলা, নিন্দা বীরজিতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু এক গাড়ির চালকের উপর হামলার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানালেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। ফটিকরায়ে দুই গোষ্ঠীর বিবাদকে কেন্দ্র করে যে অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ফটিকরায় থানার অধীন কাঞ্চনবাড়ি মেইন রোডের সায়দারপার ভৈরব থলিতে আগামী ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ভৈরব মেলার চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। চাঁদা তুলতে গিয়ে মেলা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কাঠবোঝাই গাড়ির মালিক মসব্বির আলীর বচসা শুরু হয়। সেই বচসা দ্রুতই সংঘর্ষে রূপ নেয়। ঘটনার পর কিছু মানুষ রাস্তা অবরোধ করে এবং একাধিক দোকানে অগ্নিসংযোগ করে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, মারপিট ও আগুন লাগানোর ঘটনায় গোটা এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# হলদিয়ায় নৌঘাঁটি স্থাপন করবে নৌসেনা

## লক্ষ্য চীন-বাংলাদেশের গতিবিধিতে নজরদারি

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ।।** জলপথে চীনের বাড়তি তৎপরতা এবং বাংলাদেশ-পাকিস্তানকে ঘিরে পরিবর্তিত আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ায় নতুন নৌঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় নৌসেনা। শীর্ষ প্রতিরক্ষা সূত্র জানিয়েছে, এটি একটি নৌ "ইউনিট" হিসেবে কাজ করবে এবং মূলত ছোট যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের ওপর জোর দেবে।

নৌসেনা হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের বিদ্যমান পরিকাঠামো ব্যবহার করে দ্রুত এই ঘাঁটি চালু করতে পারবে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি আলাদা জেটি এবং তীরে-সহায়ক সুবিধা তৈরি করা হবে।

সূত্রের কথায়, হলদিয়া ঘাঁটিতে দ্রুতগতির ইন্টারসেপ্টর ক্রাফট (এফআইসি) এবং ৩০০ টন ক্ষমতার নিউ ওয়াটার জেট ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট (এনডব্লিউজেএফএসি) রাখা হবে। ঘণ্টায় ৪০---৪৫ নট গতিসম্পন্ন এই প্ল্যাটফর্মগুলি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল অপারেশনের জন্য তৈরি। এগুলোতে সিআরএন-৯১ বন্দুক সংযুক্ত রয়েছে এবং নগাস্ত্রার মতো লয়টারিং মিউনিশন ব্যবস্থাও যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নজরদারি ও নির্ভুল আঘাতের ক্ষমতা বাড়াবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে এই পদক্ষেপের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির (পিএলএএন) গতিবৃদ্ধি, সমুদ্রপথে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা এবং বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা জলসীমা দিয়ে বেআইনি প্রবেশের ঘটনাই বড় উদ্বেগ। ভারত-বাংলাদেশ উপকূলরেখার অগভীর জল ও ঘন নৌযান চলাচলের কারণে দ্রুতগামী ছোট জাহাজগুলো বাধা ও আটকাতে কার্যকর হবে।

চীনের ক্রমবর্ধমান নৌ উপস্থিতি, বাংলাদেশে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# ত্রিপুরাতেও আগামী ৪ দিন ঘনকুয়াশা সর্তকবার্তা

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।।** ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী দু'দিন দেশের একাধিক রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্নাটকেও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আইএমডি জানিয়েছে, আগামী সাত দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমভূমি, পূর্ব ভারত এবং গুজরাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে মধ্য ভারত ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আগামী ২৪ ঘণ্টা তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলেও পরবর্তী চার দিনে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ধীরে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# স্বদেশী মেলা ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিফলন ঃ কৃষিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেন, ভারত এখন অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয় কারণ ভারত এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর।

আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত স্বদেশী মেলা ২০২৬-এ কৃষি মন্ত্রী এই কথা বলেন।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন ভারত বলছে 'আমরা পারব', যা স্বদেশী মেলায় প্রমাণিত হয়েছে। আগে অন্যরা বলতো ভারতকে শুনতে হতো , কিন্তু এখন ভারত বলছে এবং অন্যরা শুনছে। আমাদের দেশ এখন অন্যের ওপর নির্ভর নয় এবং সবক্ষেত্রেই আত্মনির্ভর। আমরা কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারত এখন ভিন্ন। আমাদের দেশ বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন এই পরিবর্তনের পেছনে সাধারণ মানুষের পরিশ্রম, কৃষকের শ্রম, শ্রমিকদের কাজ, যুবকদের যোগ্যতা এবং মাতাদের অবদান রয়েছে।

তিনি বলেন যখন আমরা স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করি, তখন অর্থ দেশে থাকে, শিল্প বিকশিত হয়, আর দারিদ্র্য কমে। আমাদের এটি ভাবা এবং বোঝা উচিত। আমরা এমন রাজনীতি চাই না যা কৃষক, শ্রমিক এবং যুবকদের অবহেলা করে। আমরা এমন রাজনীতি চাই যেখানে গ্রামে শিল্প বিকশিত হয়, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

# ২৮ জানুয়ারি সংসদের বাজেট অধিবেশন চলবে ২ এপ্রিল

**নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ।।** আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। এই অধিবেশন চলবে আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন।

মন্ত্রী জানান, বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব শেষ হবে ১৩ ফেব্রুয়ারি। এরপর সংসদের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ৯ মার্চ থেকে। কিরেন রিজিজু বলেন, এই বাজেট অধিবেশন অর্থবহ বিতর্ক এবং জনগণকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আরও জানান, কেন্দ্র সরকারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২০২৬ সালের বাজেট অধিবেশনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষ আহ্বানের অনুমোদন দিয়েছেন। বাজেট অধিবেশনে দেশের অর্থনৈতিক নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

# ২৬'শের ভোটে বঙ্গে তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ঃ সাংসদ বিপ্লব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।।** ২৬"শের ভোটে বঙ্গ তৃণমূলকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন বঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডামি করে নির্বাচন জয়ী সম্ভব নয়। আজ বিজেপি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সভায় বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বঙ্গের মানুষ তৃণমূলের রাজনীতি থেকে মুক্তি পেতে চায়। বিজেপি সরকার জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে।

আগামী নির্বাচনে তৃণমূলকে জনমঞ্চে পরাজিত করা হবে। এদিন তিনি নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সব দিয়েছেন, কিন্তু তিনি বিনিময়ে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারী দিয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু বাংলার মানুষকে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে লড়াই করতে হবে। তারপরই বাংলার মানুষ ভয়মুক্ত জীবন কাটাতে পারবেন। তাই বিজেপি গঠনতন্ত্র শৃঙ্খলা মেনে রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মণ্ডল ও ব্লকে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জাগরণ আগরতলা,১১ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৬ পৌষ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

# বাংলাদেশে বড় পদক্ষেপ ভারতের !

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সবসময়ই বেশ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে ভারতের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঢাকা সফর এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করিতেছে।এই বৈঠকগুলোর মূল লক্ষ্য সাধারণত থাকে নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। নির্বাচনের আগে প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা ভারতের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বারবার বলিয়া আসিতেছে যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং স্থিতিশীলতা তাহাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। এই ধরণের বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের সরকার নিজেদের মধ্যকার ”মৈত্রী বন্ধন” এবং আগামী দিনের কাজের রূপরেখা পরিষ্কার করিয়া নেয়।ভারত সবসময়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে তাহাদের 'ব্যক্তিগত বিষয়' হিসাবে উল্লেখ করিয়া আসিতেছে এবং বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার কথা জানাইয়াছে।ভোটের আগেই বাংলাদেশে বড় পদক্ষেপ ভারতের ! ঢাকায় হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। আগামী মাসেই বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হইবে। তাহার আগে ঢাকায় বৈঠক করিয়াছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা। ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার সঙ্গে দেখা করিলেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান। শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানে বিএনপির দফতরে আসেন ভারতীয় হাইকমিশনার। সেখানেই বৈঠক হয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেকের সঙ্গে। তবে তাঁহাদের মধ্যে কী কী বিষয় নিয়া আলোচনা হইয়াছে, তাহা নিয়া আপাতত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়া কোনও মন্তব্য করা হয়নি ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক বা বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন বা বিএনপির তরফে। বিএনপির তরফে শুধুমাত্র বলা হইয়াছে যে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' হইয়াছে। যদিও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিএনপির প্রধানের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার বৈঠক নিয়া একটি অংশের মধ্যে হইচই শুরু হইয়া গিয়াছে। যদিও অপর একটি মহল সেই বৈঠকের মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজিতে নারাজ। ওই অংশের বক্তব্য, শুক্রবার তো বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার দেখা করিতে আসেন তারেকের সঙ্গে। পুরোটা নেহাতই সৌজন্যে সাক্ষাৎ। বিশেষত সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ভোটে অনেকটাই এগিয়ে আছে বিএনপি। সেই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে থেকেই তারেকের সঙ্গে সম্পর্কের 'চ্যানেল' খোলার চেষ্টা সব দেশই করিতেছে বা করিবে বলিয়া মনে করিতেছে সংশ্লিষ্ট মহল।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে আসেন জয়শংকর। সেইসময় দেখা করেন তারেকের সঙ্গে। তাঁহার হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ বার্তা তুলিয়া দেন। ওই চিঠিতে মোদী বলেন, , ''বাংলাদেশের উন্নতির পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক মজবুত করিবার ক্ষেত্রে উনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন। (খালেদা জিয়ার) প্রয়াণে অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হইলেও তাঁহার স্বপ্ন ও আদর্শ চিরকালের মতো অম্লান থাকিবে। আমি নিশ্চিত যে আপনার (তারেক) দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাঁর আদর্শ মানিয়া এগিয়ে যাইবে। সেইসঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের নয়া সূচনা ও আরও সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করিবে তাঁহার আদর্শ।" তাহাদের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ আলোচনা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আগামী দিনে সুসম্পর্ক বজায় রাখিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া মনে করিতেছে উভয় দেশের বুদ্ধিজীবী মহল।

# বিভূতিভূষণের প্রেম ছিল প্রকৃতিপ্রেমের মতো নির্মল, প্রেমিকের মতোই আন্তরিক

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর প্রেমিক প্রকৃতিতে আন্তরিক না হয়ে বরং অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা দূরে থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমিক প্রকৃতিতে চিরসবুজ। দাম্পত্যজীবনের বাইরে তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি হৃদয়স্পর্শী। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিয়ে আলোচনায় তাঁর প্রেমিকসত্তা অবিচ্ছিন্নপ্রায়। অন্যদিকে, পাগড়িশোভিত রাশভারি প্রকৃতির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রেমিকের দৃষ্টিটি কত মনোরম করে তাঁর - রচনায় মেলে ধরেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম স্ত্রী ষোলো বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেও তাঁর সেই ষোড়শী মোহিনীর রূপসুধায় বিমুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে হৃদয়লোকে চিরস্থায়ী করে রেখেছিলেন। এজন্য দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ (১৮৬০) করেও প্রথমের আলোর রোশনাই ছিল অমলিন। তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে সেই কিশোরী রূপসীর কথা ফিরে ফিরে এসেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এগারো বছরের বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ছয় বছরের মোহিনীর বিয়ে হয়েছিল ১৮৪৯-এ। মোহিনীর অকাল প্রয়াণে ১৮৫৯-এ দশ বছরের দাম্পত্যজীবনের ছেদ পড়ে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষ্মীও ছিলেন অসাধারণ মোহময়ী সুন্দরী। তাঁদের দাম্পত্যপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, তাঁর সুন্দরী নায়িকাদের মধ্যেও রাজলক্ষ্মীকে খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের নিরস কঠিন মুখোশের অন্তরালে তাঁর প্রেমিক দৃষ্টির পরশ পাঠকমানসেও সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ বড়ই অভাগা। তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের আভিজাত্যের বিস্তৃতিতে প্রকৃত প্রেমের ঠাঁই মেলানো দুরূহ হয়ে ওঠে। যেন বিভূতিভূষণের প্রকৃতির হাতছানিকে উপেক্ষা করে মানবীয় প্রেমের অবকাশ ছিল না। শুধু তাই নয়, মনে হতে পরে পারিবারিক জীবনেও তাঁর বন্ধনভীরু প্রকৃতির সক্রিয় উপস্থিতিতে কখনওই প্রেমের অন্তরিক পরশ নিবিড় হতে - পারে না। অন্যদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার নিবিড় হাতছানি তাঁকে আনমনা করেছিল বলে তাঁর উদাসীন মনের সচলতাও জনমানসে আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। একে প্রকৃতিপ্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন এঁটে বসেছিল, তার ওপর আধ্যাত্মিকতার অপ্রাকৃত পরিসর তাতে সক্রিয় হওয়ায় আপনাতেই সেই জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে মানবীয় প্রেম উচ্চকিত হতে পারে না। অথচ বিভূতিভূষণের প্রেমিক প্রকৃতিটি তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের মতো সত্য ও সবুজ। শুধু তাই নয়, তাঁর পারিবারিক জীবনের পরতে পরতে রয়েছে অমোঘ আকর্ষণবোধ। সেখানেও তাঁর নিখাদ ভালোবাসার পরিসর সংগুপ্ত তো ছিলই না, বরং উন্মুক্তপ্রায়। প্রেমিক হিসেবে বিভূতিভূষণের আন্তরিক বিস্তৃতিও তাঁর ভূষণ মনে হয়। শুধু তাই নয়, প্রেমের প্রতি নিবেদিত প্রকৃতিতেও তিনি অনন্য, অসাধারণ। সেখানে শুধু দাম্পত্যপ্রেমই নয়, তার বাইরেরও তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস বিচরণ বর্তমান।

বিভূতিভূষণের প্রথম স্ত্রী গৌরীর দাম্পত্যজীবন মাত্র এক বছরের। চতুর্দশী গৌরী পূর্ণ ষোড়শী হতে পারেননি। অথচ বিভূতিভূষণ তাঁকে বয়ে চলেছেন আজীবন। তাঁর স্মৃতিকথাতেও গৌরীর কথা এসেছে বারবার। বিচ্ছেদের মাধ্যমে যেমন প্রেমের গভীরতা স্পটতা লাভ করে, ক্ষেত্রান্তরের মধ্যে তেমনই তার প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ গৌরীর মৃত্যুর প্রায় তেইশ বছর পরে অর্থাৎ ছেচল্লিশ বছর বয়সে কল্যাণী তথা রমাকে বিয়ে করেছিলেন। অথচ সেই বিয়ের বাসরঘরেও গৌরীর সদন্ত উপস্থিতি। ভাতৃবধূ যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "উপল-ব্যথিত গতি"তে জানিয়েছেন। "দিদির (রমা/কল্যাণী) কাছে শুনেছি ওঁদের ফুলশয্যার রাত্রে বড় ঠাকুর শুধু মার কথা ও প্রথমা স্ত্রী গৌরীদির কথা বলেছিলেন এবং বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছিল। দিদিও না কেঁদে থাকতে পারেনি। বড় ঠাকুর বলেছিলেন, জানো কল্যাণী, গৌরীর ফুলশয্যা প্রচুর চাঁপাফুল দিয়ে হয়েছিল।... চাঁপাফুলের প্রতি বড় ঠাকুরের একটি অসীম ভালবাসা ও মমত্ববোধ ছিল। ঐ ফুল তাঁর প্রিয় ছিল বলে আমরা ঘাটশিলাতে এবং দিদি ব্যারাকপুরের বাড়িতে চাঁপাগাছ লাগিয়েছিল।" অন্যদিকে গৌরীর লেখা চিঠিগুলি বুকের পাঁজরের ন্যায় আগলে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণ। প্রথমদিকে সেগুলি তিনি পকেটে নিয়ে বেড়াতেন। সহপাঠীবন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নজরে তা এসেছিল। শুধু তাই নয়, গৌরীর নকশা করা হাতপাখাও বিভূতিভূষণ আগলে রেখেছিলেন, তাও তাঁর চোখে পড়েছে। "The Hand Great Anarch"-এ তিনি লিখেছেন: "1 always noticed a packet of papers in his breast pocket– and an embroidered hand made fan by his pillo. He never referred to them– nor did 1 ask. But I could easily guess that the packet contained the few letters his wife had written to him– and that the fan was made by her" অন্যদিকে সেই স্মৃতিবহ চিঠিগুলি অতি যত্নে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণ। যমুনা ও কল্যাণী দু'জনেই সেই চিঠি দেখেছিলেন এবং পড়েওছিলেন। যমুনার কথায়: .... খুব পাতলা পাঁজির কাগজের মতো সাদা পেড়ের কাগজে কাগজে গৌরীদি বড় ঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই পেড়ের কাগজের উপর আবার একটি ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখীর ছাপ ছিল আর তার নীচে লেখা ছিল "যাও পাখি বোল তারে। সে যেন ভোলে না মোরে।" বিভূতিভূষণ যে ভোলেননি, তা স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই প্রতীয়মান। তাঁর গৌরী অতুলনীয়া। তাই পাড়ার নতুন বউ দেখেও তাঁর অতৃপ্ত মনের খোলসটি বেরিয়ে আসে। বিভূতিভূষণের ভাগ্নী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ("অন্তরঙ্গ বিভূতিভূষণ") সেকথা সজীব হয়ে ওঠে, "গৌরী যেমন নিচু মুখে সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালত, পায়ে তোড়া মাথায় আঁচল তেমন মুখ আর দেখলাম কই?" বিভূতিভূষণ তাঁর লক্ষ্মীশ্রী সমন্বিত গৌরীকে হরের ন্যায় আপন করে যাপন করেছিলেন। তাই বলে এজন্য তাঁর কল্যাণীর প্রতি প্রেমবোধের অভাব ছিল না।

আসলে বিভূতিভূষণ আদ্যন্ত প্রেমিক প্রকৃতির। বয়সের ভার তাঁকে কখনও ভারী করতে পারেনি। প্রেমের পরশে তাঁর সহজাত সজীবতা আপনাতেই উর্মিমুখর। পনেরো বছরের কল্যাণীকে ছেচল্লিশ বছর বয়সে আপন করে নেওয়ার পরিসরে বিভূতিভূষণের উচ্ছ্বাস গোপন থাকেনি। কত সহজে তাঁর প্রেমানুভূতি নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৯৩৯-র ২০ নভেম্বর পরিচয়ের বছরখানেকের মধ্যে পরিণয় (৩ ডিসেম্বর ১৯৪০)। ১৯৪০-এর ১১ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিতে বিভূতিভূষণ তাঁর সদ্য পরিণীতাকে অকপটে তাঁর প্রেম নিবেদন করে জানিয়েছেন... তাই তো কল্যাণী, তুমি শেষকালে আমার স্ত্রী হয়ে পড়লে? আমার যে স্ত্রী আছে এখনও যেন সে-কথা আমার মনেই হয় না, যেন বিশ্বাস হয় না।... মনে মনে কতদিন থেকে তোমার মতই মেয়ে চেয়েছিলুম- স্নেহময়ী, ভাবোচ্ছাসময়ী, সেবাপরায়ণা, সুরসাধিকা... হয়তো বা বহুদূর অতীতের কোন জীবনে মধুর অলস দিনগুলিতে, অজ্ঞাত পথতলে, ভুলে যাওয়া গ্রামসীমার বেষ্টনীর মধ্যে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী....। অথচ সেই কল্যাণীর কাছেই বিভূতিভূষণ গৌরীর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন অকপটে। কল্যাণীর হাসিতে গানে ভরপুর জীবন। তাঁদের সেই অসম বয়সের পারস্পরিক প্রেমানুভূতি কত তীব্র ছিল যেখানে গৌরীর অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, তা সাধারণভাবে ভাবাই যায় না। আসলে বিভূতিভূষণ যেমন কল্যাণীর মধ্যে গৌরীকে খুঁজে ফিরেছিলেন, তেমনই কল্যাণীও গৌরীতে আপন হতে চেয়েছিলেন। "উৎকর্ণ"-এ বিভূতিভূষণ সে কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: বারাকপুরে কল্যাণী আর আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর।... কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম... কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝেরগাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।... অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। নতুন সংসার নতুন ঘর-কন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণের 'গৌরিকুঞ্জ'কে কল্যাণী আপন করে নিতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৩৪৬- এ আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ অশোক গুপ্ত বিভূতিভূষণের কাছে পাঁচশ টাকা ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর ঘাটশিলার বাড়িটি তাঁকে প্রদান করেছিলেন। বিভূতিভূষণ সেই বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন "গৌরীকুঞ্জ"। অবশ্য সেই কুঞ্জের বাইরেও বিভূতিভূষণের কুহুরব শোনা গেছে।

গৌরী ও কল্যাণীর মাঝের তেইশ বছরে যে-দুজন বিভূতিভূষণের হৃদয়ে আলো ফেলেছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব। স্বগ্রাম বারাকপুরের খুকী তো তাঁর স্নেহের ভিখারিণী থেকে মর্মসহচরী হয়ে উঠেছিল। তাঁর অকৃত্রিম সজীব প্রাণের পরশে বিভূতিভূষণ অসমবয়সি জেনেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একসময় তাঁকে বিয়ের কথাও বলেছিলেন। ১৯৩৪-এর ১০ জুনের দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন "খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা কত কথা হলো। আমি বল্লম, তুই বাঁড়ুয্যে না হোলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাসলে বল্লে, আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে।..." এখনে পাঠকমনে "আরণ্যক"-এর সত্যচরণের সেই ভানুমতীকে বিয়ে করার সদিচ্ছার কথা জেগে উঠতে পারে। আসলে বিভূতিভূষণের সেই প্রেমিক সত্তাটি ছিল একান্তভাবেই নিখাদ আন্তরিক। এজন্য তাঁর মনের জানালাটি সকলের কাছে দরজা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর স্বচ্ছ মনে কোনওরকম আবিলতা ছিল না। যখন তিনি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সুপ্রভা চৌধুরীর পরশ পেলেন, তখন তাঁকেও আপন করে নিতে বেশ সময় লাগেনি। বরং তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ১৯৩৮টি ১০ অক্টোবরে চিঠিতে তাই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি: "কত লোকের অর্থাৎ কত মেয়ের সঙ্গে তো তারপর আলাপ হোল- কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম আমলে যে ভালবাসা, এমনটি আর হোল কৈ আর কারো সঙ্গে? তা হয় না। একজায়গায় একবার হোলে দু'জায়গায় হয় না। আমি কথাটা এতদিন ভাল বুঝতাম না আজকাল বুঝি।" শুধু কি তাই? তাঁর প্রেম কত গভীর হতে পারে, তার পরিচয়ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৯৩৭-এ পুজোর সময়ে লেখা চিঠিতে সুপ্রভাকে জানিয়েছেন বিভূতিভূষণ: "তোমার পার্সেলটা গত বৃহস্পতিবার হাটে পেয়েছিলুম। জিনিসগুলো ভারী চমৎকার হয়েছে... বালিশ ঢাকনিটা বেজায় সৌখীন, ও বালিস যে কোথায় পাতবো বুঝতে পারচি নে। রুমাল ভারী সুন্দর, তোমার হাতের কাজ বলে জিনিসগুলো আমার কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে যে ওসব আমি আর ব্যবহার করতে পারবো না। পাছে এটা ছিড়ে যায়, পাছে ওটা ধোপার বাড়ী কাচতে গেলে হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ব্যবহার করবো। সেই সুপ্রভার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ বিভূতিভূষণ আজীবন বহন করেছেন। শুধু তাই নয়, সুপ্রভার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়েও তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এরূপ গভীর প্রেমের প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ তাঁর জীবনের অভিমুখকে গতিশীল রাখতে পেরেছিলেন। স্বয়ং সুপ্রভা চৌধুরী তাঁর 'স্মৃতির রেখা'য় সেকথা জানিয়েছেন, "যদিও তাঁর মধ্যে একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা ছিল, তাঁর জীবনের অবিরল গতিময়তাই তার উৎস মনে হোত।" প্রেমের সার্থকতা তো পরিণতিতে নয়, প্রবহমানতায়। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ আজীবন তার প্রেমকে বহন করেছেন, কিন্তু বাহন করেননি। তাঁর সাহিত্যে সেই প্রেম আটকে পড়েনি। কেননা তিনি তা চাননি বলেই। অন্যদিকে তা সত্য বলে চিঠিপত্রে দিনলিপিতে আন্তরিক করে তুলেছেন। অথচ তাঁর এই মহত্বের দিকটিতে আলো না পড়ায় তা পাঠকসাধারণের কাছে অনালোকিত অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ

শোভনলাল চক্রবর্তী

পাড়ায় বা কফি হাউসে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মোলাকাত আমার সেই কলেজবেলা থেকে। এঁরা প্রত্যেকে জীবনের নানা সময়ে নানা প্রক্রিয়ায়,রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সুকুমার রায়ের ভাষায় 'স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অব অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস' জোগাড় করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অতএব তাঁরা তথ্য গোপন রাখলেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি, নিজেদের সঞ্চিত ভাণ্ডার অকাতরে বিলিয়েছেন।

বিমলবাবু এঁদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। উনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রশান্ত নামে কে একজন রবি ঠাকুরের হিসেবের খাতা দেখে দিত। "আরে প্রশান্ত না থাকলে উত্তরায়ণের জমির পিছন দিকের আমবাগান কেনার কথা রবিদা ভাবতেই পারতেন না। একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে প্রশান্ত ওই জমি কিনে দিয়েছিল।" আমরা হাঁ করে শুনতাম।

বহু বছর বাদে সাহসে ভর করে এক দিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা, ওই প্রশান্ত লোকটা কে?" উনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, "আরে তোমরা যাকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলো, আমি রবিদা, নন্দদা, রাম, আর দু'চার জন ওকে প্রশান্ত বলেই ডাকতাম। পাটনার কাছে বাড়ি। বড়লোকের ছেলে। তা ওর বাপ এক দিন রবিদার পায়ে কেঁদে পড়ল গুরুদেব, আমার ছেলেটার কী হবে? আমি রবিদার কানে ফিসফিস করে বললেম, নিয়ে নিন, হিসেব রাখার জন্যও তো একটা লোকের দরকার। রবিদা কলমের এক খোঁচায় চাকরিতে বহাল করে নিলে। তার পর কী হল, সে তো তোমরা সবাই জানো।" আমরা হতবাক। বিমলবাবু জীবনে না হোক গোটা দশেক রবীন্দ্র-বিষয়ক বই লিখেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জোর করে সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিলিয়েছেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কয়েক জন সেগুলো মন দিয়ে পড়েওছে এবং ভাগ্নে-ভাইঝিদেরও পড়িয়ে ইসকুল কলেজের পরীক্ষায় সেইসব থেকে রেফারেন্স টেনে উত্তর লিখিয়েছেন। এ নিয়ে অবিশ্যি কোনও প্রকার তর্ক উঠলে বাজারে চলতি রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটা বই ঘাঁটলেই সব সন্দেহের নিরসন সম্ভব।

কমলদা যেমন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে কেবল বাচ্চাদেরকেই নয়, অতিথি অভ্যাগতরা এলেও ঠাকুর চাকরেরা পরিবেশন করার সময় পাতের ওপর লুচি দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে "আর একটা দেব কি?" প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর আমাদের মতো নির্লজ্জ বেহায়া কেউ যদি এ হেন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কমলদার চটজলদি উত্তর, "এটাই ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন। এর মধ্যে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে আছে, যে সংযম-শিক্ষা, যে মানসিক স্থৈর্য্যের পরীক্ষা, যে আর্য সভ্যতার" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর তো আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। দুঃখের কথা,রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আম বাঙালির উচ্ছ্বাস থেকে বরাবরই আমাকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। সব সময় যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পাশ কাটিয়ে গেছি তা নয়, বেশির ভাগ সময়ে উনিই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বললেই বরং নিজের কাছে খানিকটা সৎ থাকা যাবে। একদম ছেলেবেলায় যে ক'টি কবিতা মুখস্থ করলে বাপ-মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সেই সময়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক-মনস্ক- পশ্চিমবঙ্গীয় -বামপন্থী অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হত না, এবং ভবিষ্যতে সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ধোপা-নাপিতের আনাগোনার ব্যবস্থাটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখা যেত, সেই ক'টা কবিতা আমি যতটা সম্ভব মন দিয়ে একপ্রকার মুখস্থ করেছিলাম। 'একপ্রকার' বলার কারণ এই যে, অসমবয়স্ক কিছু ব্যক্তির লাগাতার কালচারালি রাবীন্দ্রিক চাপ এবং একটি নেহাতই নবীন কিশোরকে একলা পেয়ে উদ্বুদ্ধ করার নাছোড় গোঁ সত্ত্বেও আমি কোনও দিন স্টেজে ওঠার আগে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজিয়ে সর্বাঙ্গে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরাকে আটকাতে পারিনি। উত্তেজিত আত্মীয়েরা প্রথমাবস্থায় শারীরিক বেরামটিকে 'আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু' গোছের পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, বা সোজা বাংলায় কাব্যিক প্রতিভাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ বালকের ভর হওয়া বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পর বাইশে শ্রাবণেও ফের এক বার যখন 'হে মোর চিত্ত' বলেই আটকে গিয়ে সর্বসমক্ষে কোঁকাতে শুরু করলাম, তখন তারা কেস গোলমেলে বুঝে শেষমেশ সরেই দাঁড়ালেন। সবচাইতে দুঃখ পেয়েছিলেন আবৃত্তি শেখাতে আসা ভদ্রলোক।

এবার জয়দেবের কথা বলি। জয়দেব এক বার রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাঙ্ঘাতিক একটা কারবার করেছিল। 'দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে' দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে মাঝে,মানে, 'প্রাসঙ্গিক ফাঁকে' ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ইত্যাদি ঢুকিয়ে এলাকায় হইচই ফেলে দেয়। যা-ই হোক, সেই সময়ে আমাদের পাড়ার লোকাল কমিটির সেক্রেটারির আদি বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। ওঁর আত্মীয় এক বাংলাদেশি কবি সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকেই সভাপতি করা হয়। জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনও তুলনা হয় না। দেবতার গ্রাসে 'কাণ্ডারী বলো'-কে ঢুকিয়ে নিমেষে "ভাইজান বলো ডুবিছে মানুষ" বলায় সবার সে কি হাততালি। জয়দেবের ভাইপোকে চুলদাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে আনা হয়েছিল ডুবে যাওয়ার আগে 'মাসি মাসি' বলে চিৎকার করার জন্য। স্টেজের ওপর সাড়ে তিন ফুট রবীন্দ্রনাথ কচি গলায় 'মাসি' আর্তনাদে পাড়া প্রকম্পিত করে তুলছে এমন শিহরন জাগানো দৃশ্য যারা দেখেননি, তাঁদের উদ্দেশে 'আপনারা রবীন্দ্রনাথকে চিনলেন না' ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই।

গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই চারটে বাঙালি জুটেছে, সেখানেই ট্রাঙ্ক হটিয়ে, মায়ের শাড়ি, বাবার ধুতি, বউয়ের ওড়না টাঙিয়ে মঞ্চ বেঁধে, বউকে আর মেয়েকে 'গীতবিতান'-এর সামনে বসিয়ে, গান তুলিয়ে, ছেলেকে দিয়ে 'বীরপুরুষ' মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। বৈশাখের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে মহিলাদের দেখেছি, ঠোঁটে লিপস্টিক, কচি কলাপাতা রঙের জরি বসানো শাড়িতে শোভিত হয়ে কুচো বাচ্চার গালে ফলস দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে ইসকুলে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চাটির ফুটপাথে ঠোক্কর খেতে খেতে 'এই গেল সেই গেল' অবস্থা, মা-টি বাচ্চার ডানা হেঁচকে তার মধ্যেই টানতে টানতে "কানে তাঁদের গোঁজা জবা ফুল"এর পর কী হল বলে, "ড্যাডি কাল তোমায় যেমন ভাবে বলতে বলেছে, সে ভাবে বলো" বলতে বলতে মেক-আপ গলে যাওয়া মিসেস দাশগুপ্তর ছেলেকে টপকে কী ভাবে তার কচিটি বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হয়ে বাকিদের ভাত মেরে দেবে, সেই চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে চলেছেন। মা-টির কানে জবা ফুল গুঁজে তেপান্তরে ছেড়ে দিলে বাংলার উন্নতি ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অনেকটাই ওনার লেখা না পড়ে বছরে এক বার পুজো-প্যান্ডেলে কেবলমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোরকুমারের গলায় তাঁর গান শোনা, এবং একটা বয়সের পরে অফিসের ব্যাগ বগলদাবা করে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে উনি 'মহেশ' নামক ছোট গল্পটি লিখেছিলেন না 'ছুটি', এই তর্কের একজিস্টেনশিয়াল মীমাংসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের পাড়ার ইসকুলের হেডমাস্টারমশাই বিনয়বাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা চটি বই ছাপিয়ে বের করেছিলেন। আবার বলি, সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার চালিয়ে, বড় ছেলের নাম রথীন্দ্রনাথ, ছোট ছেলের নাম সমীকেন্দ্রনাথ রেখে বাড়িতে কাকিমাকে সারা জীবন ঘটিহাতা ব্লাউজ পরিয়ে অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের পরেও এমন উৎসাহ দেখে 'কেয়াবাত' না বলে উপায় নেই। তবুও উনি আবেগমথিত কণ্ঠে যখনই "তোমরা ভেবে দেখো, উনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যে সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, বাস-ট্রাম ছিল না, সে যুগেও উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন" বলে হাল্কা ঠোঁট কাঁপিয়ে মাটির দিকে চেয়ে চশমার কাচ মুছতেন, আমাদের কেমন একটা খটকা লাগত।

আমাদের ক্লাসের সুমন্ত্র বরাবরের চুপচাপ ভাল মানুষ কারও সাতে-পাঁচে না থাকা বেচারা মার্কা ছেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা তো জমিদারির পয়সায় বড়লোক ছিলেনই, কিন্তু ওঁদের এত কাঁচা পয়সার আসল সোর্স যে মিষ্টি বিক্রি করে, সেটা কি জানতেন? রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ওই নামেই দ্বারিকের মিষ্টির দোকান বড় রাস্তার ওপর এবং সারা দিন বিক্রি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য আমরা সুমন্ত্রর লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারি। আপনারা ভাবছেন ফের সস্তা রসিকতায় বাজার মাত করার চেষ্টা করছি তা করছি সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, গত বেশ কিছু দশক আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই যে এত পপুলার কবি হয়ে উঠেছেন, তার ভিত্তি এই ধরনের কয়েকটি পাথ-ব্রেকিং ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা 'সে যুগেও নোবেল' পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি।এই ভাবেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।

**সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।**

শনিবার আগরতলায় শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

# ইন্টারনেট বন্ধেও থামছে না ইরানের বিক্ষোভ, ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি খামেনেইয়ের

তেহরান, ১০ জানুয়ারি: ইন্টারনেট ও টেলিফোন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েও ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলনের বিস্তার রোখা যাচ্ছে না। বর্তমানে দেশের ৩১টি অঙ্গরাজ্যেই বিক্ষোভে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া বার্তা দেন। শুক্রবার রাতে তিনি বলেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে কাজ করলে কেউই নিস্তার পাবে না।"

এর আগে শুক্রবার রাতে ট্রাম্প দাবি করেন, "ইরান বড় বিপদের মুখে রয়েছে।" একই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, প্রয়োজনে ফের ইরানে সামরিক হস্তক্ষেপ করা হতে পারে। এর পরই জাতির উদ্দেশে ভাষণ ও সমাজমাধ্যমে পোস্টের মাধ্যমে ট্রাম্পকে তীব্র আক্রমণ করেন খামেনেই। এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি লেখেন, "যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমগ্র বিশ্বকে অহংবোধের চোখে বিচার করেন, তাঁর জানা উচিতবিশ্বের সমস্ত অত্যাচারী ও অহংকারী শাসকই ক্ষমতার শীর্ষ থেকে পতিত হয়েছে।"

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভি (প্রাক্তন শাসক রেজা শাহ পাহলভির পুত্র) জনগণকে গণপ্রতিবাদে নামার ডাক দেন। তার পরপরই সরকার ইন্টারনেট ও টেলিফোন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। ইন্টারনেট স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, বিক্ষোভ দমনের প্রতিক্রিয়ায়ই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এর ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

বিক্ষোভ দমনে পুলিশের বিরুদ্ধে নির্বিচারে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। রাজধানী তেহরানে অন্তত ২০০ বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয় এক চিকিৎসকের সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে। যদিও কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের মতে, এখনও পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৬৫। পাশাপাশি অন্তত ২৩০০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ ডিসেম্বর তেহরানে দোকানদারেরা ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন। ধীরে ধীরে সেই বিক্ষোভ দেশের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে আর্থিক দুরবস্থার প্রতিবাদে আন্দোলন হলেও, পরে তা ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেকশিয়ানের সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক গণবিক্ষোভে পরিণত হয়। ২০২২ সালে নারী স্বাধীনতার দাবিতে হওয়া আন্দোলনের সময় যেমন কঠোর দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল, এবারও একই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে, বৃহস্পতিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, মার্কিন সেনার সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁর ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁর নিজস্ব নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্য দেশে সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করবেন না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বিমানহানা বা ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের প্রসঙ্গ তুলে ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, "হ্যাঁ, একটি জিনিস আছেআমার নিজস্ব নীতি। আমার নিজস্ব মন। সেটাই একমাত্র জিনিস, যা আমাকে থামাতে পারে। আমার আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজন নেই।"

# দেশ গঠনে যুবসমাজই প্রধান চালিকাশক্তি: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের যুবসমাজই প্রধান চালিকাশক্তি। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ-এ দেশের তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসাধারণ উদ্যম ও অতুলনীয় উৎসাহে ভর করে দেশের যুবশক্তি জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে অবিচলভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। আগামী সোমবার নয়াদিল্লিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানে তিনি দেশজুড়ে তিন হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীর সঙ্গে মতবিনিময় করবেন, যাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরাও থাকবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৬-এর প্রবন্ধ সংকলনও প্রকাশ করবেন। এই সংকলনে দেশের উন্নয়নমূলক লক্ষ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জাতি গঠনের ভাবনা নিয়ে তরুণদের নির্বাচিত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য, বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ তরুণদের জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। রাজনীতির সঙ্গে কোনও দলীয় সম্পর্ক ছাড়াই এক লক্ষ তরুণকে রাজনীতিতে যুক্ত করার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্য তরুণদের ভাবনাকে বিকশিত দেশের রূপ দেওয়া। ২০২৬ সালের সংস্করণে বিভিন্ন স্তরে অংশ নিয়েছেন ৫০ লক্ষেরও বেশি তরুণ। প্রথম সংস্করণের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার যুক্ত হয়েছে ডিজাইন ফর ভারত, টেক ফর বিকশিত ভারত — হ্যাক ফর আ সোশ্যাল কজ, সম্প্রসারিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, যা এই উদ্যোগের প্রভাব আরও সুদৃঢ় করেছে।

## দেশজুড়ে মাদকবিরোধী অভিযান শুরু ৩১ মার্চ থেকে, চলবে তিন বছর

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : আগামী ৩১ মার্চ থেকে দেশজুড়ে একটি সমন্বিত মাদকবিরোধী অভিযান শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই অভিযান চলবে টানা তিন বছর এবং এর লক্ষ্য দেশকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে নার্কো-সমন্বয় কেন্দ্র (এনকর্ড)-এর নবম শীর্ষস্তরের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে এই ঘোষণা করেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাদকবিরোধী লড়াইয়ে কেন্দ্র সরকারের সব দপ্তরকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে এবং তার বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমাবদ্ধ পর্যালোচনা ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মাদক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বলেও তিনি জানান।

অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন, মাদকমুক্ত ভারত গড়তে হলে মাদকের সরবরাহ শৃঙ্খল ভাঙার জন্য সম্মিলিত ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, পাশাপাশি চাহিদা কমানোর ক্ষেত্রেও কৌশলগত উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি স্পষ্ট করে জানান, যারা মাদক উৎপাদন বা বিক্রি করে, তাদের প্রতি সরকারের কোনও সহানুভূতি নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে এক কোটি ১১ লাখ কিলোগ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য এক লাখ ৭১ হাজার কোটি টাকা। তিনি সব দপ্তরকে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে মাদক মোকাবিলায় নিজ নিজ রোডম্যাপ প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন।

এছাড়াও, মাদকবিরোধী অভিযানে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন অমিত শাহ। তিনি সমস্ত রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালকদের রাজ্যস্তরে রোডম্যাপ তৈরি করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত মাদক দ্রুত ও সঠিকভাবে ধ্বংস করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

## ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে চলেছে: উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন

জলন্ধর, ১০ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত আজ ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' হওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন। তিনি বলেন, দেশ একটি উন্নত, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী ভারত গড়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পাঞ্জাবের জালন্ধরের কাছে ফাগওয়াড়ায় লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। তিনি জানান, ভারত একটি বৈশ্বিক শক্তি হয়ে উঠতে চায়, তবে কোনও ছোট দেশকে শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নয়, আবার অন্যের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্যও নয়।

# আইপ্যাক অফিসে ইডি হানা ঘিরে উত্তেজনা, বিজেপি কর্মীদের 'ডাণ্ডা ও গুলি'র নিদানে বিতর্কে তৃণমূল নেতা

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি: আইপ্যাক (ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি)-এর অফিসে ইডি হানা ও সংস্থার কর্ণধারের বাড়িতে তল্লাশি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তল্লাশিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশের বিরুদ্ধে। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ইডি তৃণমূল কংগ্রেসের যাবতীয় তথ্য চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটের সময় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীদের সভা করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার তিনি নিজেও পথে নামেন। এর মধ্যেই জলপাইগুড়িতে বিজেপি কর্মীদের 'ডাণ্ডা ও গুলি মারার' নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূলের এক নেতা।

শুক্রবার বিকেলে হলদিবাড়ি শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তৃণমূল পরিচালিত হলদিবাড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও তৃণমূলের হলদিবাড়ি টাউন ব্লক সভাপতি অমিতাভ বিশ্বাস। তিনি বলেন, "আমরা দেখলাম ইডি আইপ্যাকে গেল, তারপর আমাদের প্রার্থী তালিকা চুরি করে নিয়ে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই বাঁচাতে গিয়েছিলেন। তারই প্রতিবাদে আমরা মিছিল করেছি। নরেন্দ্র মোদী চোর। এই চোরের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। ইডির পশ্চাৎদেশে ডাণ্ডা মারা উচিত। বিজেপির চামচাগিরি চলবে না।"

এই মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বুবাই কর বলেন, "শাহজাহানের দল আর মমতার দল এক। দুর্নীতি থেকে বাঁচতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের কাজ করছেন।"

তৃণমূল নেতার এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

## হিমাচল প্রদেশে বাস দুর্ঘটনা: নিহত ১৪, আহত বহু

শিমলা, ১০ জানুয়ারি: হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলায় হরিপুরধারের কাছে একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস গভীর খাদে পড়ে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। বাসটিতে মোট ৬৬ জন যাত্রী ছিলেন। এটি সোলান থেকে হরিপুরধারের উদ্দেশে যাচ্ছিল।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বাসিন্দা ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ শুরু করে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, আহতদের চিকিৎসা চলছে এবং প্রশাসন দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

এদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্টে রাষ্ট্রপতি মুর্মু ঘটনাটিকে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনও শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা

স্বদেশী মেলা-২০২৬

স্থান- স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান, আগরতলা।
১-১৩ই জানুয়ারী দুপুর ১ ঘটিকা থেকে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত।

TRLM/TULM - এর স্বসহায়ক দল কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য, পতঞ্জলী, Art of living ও ইসকন এর সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের তৈরী স্বদেশী পণ্য, ত্রিপুরার শিল্প উদ্যোগীদের দ্বারা তৈরী বিভিন্ন জিনিসের এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্পের প্রদর্শনী এখানে আয়োজিত হয়েছে।

সকলের প্রতি সাদর আমন্ত্রন রইল এই উপস্থাপনাকে প্রদর্শনের মাধ্যমে সাফল্য মন্ডিত করে তুলতে।

কর্তৃপক্ষ
আগরতলা পুর নিগম

# ম্যাচ চলাকালীন মাঠে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু, প্রয়াত প্রাক্তন মিজোরাম ক্রিকেটার কে লালরেমরুয়াতা

আইজল, ১০ জানুয়ারি: মিজোরামে এক মর্মান্তিক ঘটনায় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন মাঠেই প্রাণ হারালেন প্রাক্তন রাজ্য ক্রিকেটার কে লালরেমরুয়াতা। খালেদ মেমোরিয়াল ২য় ডিভিশন স্ক্রিনিং টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচ চলাকালীন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

ঘটনাটি ঘটে সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনের কাছে সুয়াকা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। সেখানে ভেংনুয়াই রেইডার্স ক্রিকেট ক্লাব ও চাউনপুই আইএলএমওভি সিসি-র মধ্যে ম্যাচ চলছিল। ভিআরসিসির হয়ে খেলতে নামা লালরেমরুয়াতা আচমকাই মাঠে অচেতন হয়ে পড়েন। আধিকারিকদের মতে, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

কে লালরেমরুয়াতা মিজোরামের আইজলের কাছে মাউবক এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি দু'বার রঞ্জি ট্রফিতে মিজোরামের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মোট সাতটি ম্যাচ খেলেছিলেন। উইকেটকিপার হিসেবে পরিচিত লালরেমরুয়াতা ২০১৮ সালে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক করেন। ২০২২ সালে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ ছিল।

রাজ্য ও স্থানীয় ক্রিকেট মহলেও তিনি ছিলেন পরিচিত মুখ। বছরের পর বছর বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলে মিজোরামের স্থানীয় ক্রিকেট পরিকাঠামোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

মিজোরাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন লালরেমরুয়াতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে জানিয়েছে, এটি রাজ্যের ক্রিকেট মহলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, "এই গভীর শোকের সময়ে তাঁর পরিবারের পাশে আমরা আছি। ঈশ্বর তাঁদের এই ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন।"

মিজোরামের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী লালনঘিংলোভা হামারও শোকপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)-ও প্রাক্তন এই ঘরোয়া ক্রিকেটারের অকালপ্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছে।

খেলার বাইরে ক্রিকেট প্রশাসনেও যুক্ত ছিলেন লালরেমরুয়াতা। তিনি সিনিয়র টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন এবং মিজোরামে তৃণমূল স্তরে ক্রিকেটের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার মিজোরামে নির্ধারিত একাধিক ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে, যার মধ্যে খালেদ মেমোরিয়াল ২য় ডিভিশন স্ক্রিনিং টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলিও রয়েছে। সংশোধিত সূচি পরে জানানো হবে বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।

# আইপ্যাক দফতর ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি: ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠাল ইডি

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি: বেআইনি কয়লা পাচার-কাণ্ডের তদন্তে কলকাতায় তল্লাশি অভিযানের সময় কী কী ঘটেছিল, তার বিস্তারিত জানতে চেয়ে শুক্রবারই ইডির কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তার পরদিনই সেই বিস্তারিত রিপোর্ট দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতরে পাঠানো হতে পারে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের দফতর এবং লাউডন স্ট্রিটে সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে যেসব ইডি আধিকারিক তল্লাশি চালিয়েছিলেন, তাঁরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী আধিকারিকদের বয়ান-সহ ওই নথিতে বৃহস্পতিবারের ঘটনার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী, কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানতে চেয়েছিল।

যদিও ওই দিন কী ঘটেছিল, তা আগেই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছিল ইডি এবং কলকাতা হাই কোর্টে জমা দেওয়া মামলার নথিতেও তার উল্লেখ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর করে গুরুত্বপূর্ণ নথি কেড়ে নিয়েছিলেন। দিল্লিতে পাঠানো রিপোর্টেও সেই অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য, বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লির মোট ১০টি জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান চলে। তার মধ্যে কলকাতার দু'টি জায়গায় তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে ইডি। সংস্থার দাবি, সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে তল্লাশি চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছে ইডি।

ইডির তরফে আদালতে জানানো হয়েছে, প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশির সময় একাধিক ডিজিটাল নথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) প্রিয়ব্রত রায় লাউডন স্ট্রিটের ওই বাড়িতে যান এবং অনধিকার প্রবেশের একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে বলে ইডি আধিকারিকদের জানান। এরপর ইডির তরফে পুলিশকে পরিচয়পত্র ও তল্লাশির পরোয়ানা দেখানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা। তাঁকেও তল্লাশি অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।

ইডির রিপোর্ট অনুযায়ী, দুপুর ১২টা ৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে একাধিকবার তল্লাশি অভিযানে হস্তক্ষেপ না করার অনুরোধ করা হলেও, "সমস্ত আইন ভেঙে ইডি আধিকারিক প্রশান্ত চান্ডিলার কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জোর করে ডিজিটাল নথি কেড়ে নেন"এমনই দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। ওই ঘটনার পর প্রায় ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলেও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।অন্য দিকে, পুলিশ সূত্রের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের বক্তব্য, সকাল ৯টা থেকেই পুলিশ প্রতীক জৈনের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বাড়ির নীচে কোনও তল্লাশি পরোয়ানা দেখানো হয়নি এবং পরিচয়পত্রও দেখানো হয়নি বলে পুলিশের অভিযোগ।

শনিবার আগরতলায় টেট টিচার এসোর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

# হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

## নৌকা

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

নদীতীরে বাঁধা থাকে নৌকাটি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নৌকায় চেপে খেলাধুলা করে । নৌকাটা তীরে থাকায় সুবিধা হয় বাসিন্দাদেরও। যখন তখন যে কেউও যা খুশি রেখে ফেলে চলে যায় । নৌকাটি যেন ইতিহাসের বহু ভাঙা গড়ার সাক্ষী বহন করে নিয়ে চলেছে । নদীতে সাপে কাটা মরা ভাসানো হোক কিম্বা বিধবার আর্তনাদ সবই এই নদীর স্রোতের মতোনই নৌকা সাক্ষী রূপে সহ্য করে চলেছে ।

নদীর স্রোত যেমন থেমে থাকে না ঠিক তেমনই নৌকাও একজায়গায় বসে থাকতে চায় না ।এগিয়ে চলার নামই তো জীবন । নৌকাও চায় মাঝ নদীতে গিয়ে মাছ ধরতে । কবে যে শেষ মাঝিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তা যেন সেও মনে করতে পাচ্ছে না । ব্যবসায় মন্দা, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা , জোয়ার ভাটার জন্য মাঝিরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে সবসময় যায় না। ফলে নৌকাও মন খারাপ করে মাঝিদের অপেক্ষায় বসে থাকে । যদিও যাত্রী পারাপারের সময় কখনো সখনো তাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার মন পরে থাকে সেই মাঝিদের দিকে । মাঝি ও নৌকার মধ্যে যেন এক পারস্পরিক চির মেলবন্ধন গড়ে উঠে ।

নৌকা অপেক্ষা করতে থাকে আবার কবে মাঝিরা কোমর বেঁধে মাঝ নদীতে মাছ ধরতে বেরোবে। আবহাওয়া পরিস্কার হতেই মাঝিদেরও যেন আর তর সইলো না । নৌকা নিয়ে তারা নেমে পড়লো মাঝ নদীতে । না সত্যিই নৌকার কষ্টের কথা যেন ভগবানও স্ব-কানে শুনে নিলো । ইলিশ মাছে ভর্তি হয়ে গিয়েছে সমগ্র নৌকা । রুপালি শস্য পেয়ে খুশি মাঝিরাও । আর সবথেকে খুশি নৌকা । কারণ আর তাকে শিকল বাঁধা অবস্থায় আবর্জনা ফেলার সাক্ষী হয়ে থাকতে হবে না । সে আবারও মাঝিদের সংগ্রামী জীবনের শরিক হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে । তাই যেন বারে বারে জীবন সন্ধিক্ষনের সাক্ষী হয়ে থাকে নৌকা।

## সুযোগ পেলেই আয়নায় চোখ রাখছেন? জানেন এতে কোন রোগের শিকার হতে পারেন?

আয়না আত্নবিশ্বাস বাড়ায়। সাজগোজের জন্য হোক বা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়, নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার জন্য বা কোনও কিছু অভ্যাস করার জন্য আয়না আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। কারও একবার আয়না দেখলেই চলে, কারও আবার সারাদিনে বারবার আয়নার প্রয়োজন হয়। আয়নার দিকে তাকানো কি শুধুই অভ্যাস? নাকি এর পিছনে গভীর কোনও মানসিক কারণ লুকিয়ে রয়েছে ? সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে, নিজের চেহারা নিয়ে সচেতনতা কী কখনও কখনও অতিরিক্ত হয়ে উঠছে?

মনোবিদদের মতে, এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ- University of California– Berkeley-এর wellbeing research পাওয়া গিয়েছে, যাঁদের আত্মবিশ্বাস কম, তাঁরা অন্যরা কী ভাববে, সেই ভয় থেকেই বারবার আয়নায় দেখেন নিজেকে। এর জন্য কিছুটা সোশ্যাল মিডিয়াও দায়ী। সোশ্যাল মিডিয়ার ফিল্টার-পারফেক্ট ছবি দেখে বাস্তব চেহারার সঙ্গে নিজের তুলনা টেনে আনছেন অনেকে। এর ফলে আয়নায় নিজেকে বারবার দেখার অভ্যাস বাড়ছে। আয়নার প্রতিচ্ছবি সাময়িক শান্তি দিলেও ধীরে ধীরে উদ্বেগ বাড়ায়

মনোবিদরা বলছেন, বারবার নিজেকে দেখার অভ্যাসকে বলা হয় “Mirror Checking Body Checking” গবেষণায় জানা গিয়েছে, এরূপ আচরণ অসন্তুষ্টি থেকেও আসতে পারে। National Association of Anorexia Nervosa & Associated Disorders (ANAD)-এর তথ্য অনুযায়ী, বার বার আয়না দেখলে শরীর বা চেহারা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। লাইফস্টাইল বিশেষজ্ঞ ও বারবার নিজের খুঁত যাচাই করলে আত্মবিশ্বাস কমে। কী কী লক্ষণ দেখলে গুরুত্ব দেবেন এই বিষয়ে? সাজগোজ শেষ হলেও বারবার আয়নায় ফিরে যাওয়া, বারবার দেখার পরও “কিছু একটা ঠিক নেই” মনে হওয়া, আয়না না পেলে অস্থির হওয়া, জানলার কাচ, দোকানের গ্লাস, যে কোনও প্রতিফলনে বারবার নিজেকে দেখতে চাওয়ার মত সমস্যা থাকলে মনোবিদের পরামর্শ নিন।

## রোজ রোজ ভারী মেকআপে হতে পারে ত্বকের ক্ষতি

ত্বকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েব সাইট থেকে পাওয়া এক বিশিষ্ট ডার্মাটোলজিস্ট এর মত অনুযায়ী, মেকআপে থাকা তৈলাক্ত পদার্থ টেনে নেয় ধুলো বালি , রোজ মেকআপ করে ত্বকের যত্ন না নিলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে জ্বালা হওয়ার সমস্যা দেখা যায়। মেকআপের কারণে ত্বকের মেরামত প্রক্রিয়ার পথে বাধা আসে ফলে কোলাজেন উৎপাদন কমে যায়, ত্বক হয়ে যায় শিথিল।

সেলিব্রিটি হোক বা ইনফ্লুয়েন্সার, মডেল হন বা চাকুরীজীবী। মেকআপ পছন্দ করেন না এমন মানুষ হাতে গোনা। কেউ পেশার প্রয়োজনে কেউ বা মন ভাল রাখার জন্য রোজ করেন মেকআপ। মেক আপ ছাড়া একদম বাইরেই বের হন না? বিশিষ্ট ডার্মাটোলজিস্টদের মতে প্রতিদিনের মেকআপ স্বাভাবিক ভাবে আপনার ত্বক ঠিক হওয়ার প্রক্রিয়াকে নষ্ট করছে। কিভাবে মুক্তি পাবেন এই সমস্যা থেকে? রোজ মেকআপ করেও কিভাবে ধরে রাখবেন ত্বকের উজ্জ্বলতা?

সূর্য্যের তাপ, ধুলোবালি, দূষণে দিনের বেলা আমাদের ত্বকের অবস্থা হয় একেবারেই খারাপ। আর ত্বকের এই ক্ষতি স্বাভাবিক ভাবেই ঠিক হয় রাতে ঘুমানোর পর। রাতে ঘুমানোর সময় DNA repair– collagen production– cell turnover এর মাধ্যমে ঠিক হয় আপনার স্কিন। বেশ কিছু গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে ভারী ফাউন্ডেশন ও কনসিলার বহুক্ষণ মুখে থাকলে ত্বকের লোমকূপগুলোতে ব্লক তৈরি হয়। তাই ত্বক ‘‘শ্বাস নেয়ার’’ সুযোগ পায় না এবং রাতের বেলা স্কিন ঠিক হওয়ার সময়ে ব্যাকটেরিয়া ও মৃত কোষ জমে যায় লোমকূপে। ফলে ত্বকের ক্ষতি হয়। ত্বক উজ্জ্বলতা হারায় আর ব্রণর সমস্যা ত্বকের বারোটা বাজায়। ত্বকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়েব সাইট থেকে পাওয়া এক বিশিষ্ট ডার্মাটোলজিস্ট এর মত অনুযায়ী, মেকআপে থাকা তৈলাক্ত পদার্থ টেনে নেয় ধুলো বালি , রোজ মেকআপ করে ত্বকের যত্ন না নিলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে জ্বালা হওয়ার সমস্যা দেখা যায়। মেকআপের কারণে ত্বকের মেরামত প্রক্রিয়ার পথে বাধা আসে ফলে কোলাজেন উৎপাদন কমে যায়, ত্বক হয়ে যায় শিথিল।

তা বলে কি মেকআপ করবেন না?

অবশ্যই করবেন মেকআপ। তবে তার আগে জেনে নিন কিভাবে করবেন স্কিন কেয়ার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাতে ঘুমানোর আগে ঠিকঠাক স্কিনকেয়ার করাটা খুবই জরুরী। কী কী করবেন? রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই ডাবল ক্লিনজিং করতে হবে। ব্যবহার করুন মেকআপ রিমুভার আর ফেসওয়াশ দুটোই। তারপর মুখ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে প্রথমে টোনার, তারপর সিরাম, নাইট ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার ভাল করে মাসাজ করতে হবে। প্রতিটা ধাপে ২মিনিটের গ্যাপ রাখুন।

মেকআপ করার সময় অবশ্যই সানস্ক্রীন ব্যবহার করুন। চেষ্টা করুন সপ্তাহে ২-৩ দিন মেকআপ থেকে বিরতি নেওয়ার তাহলে আপনার ত্বক শ্বাস নিতে পারে স্বাভাবিকভাবে। নতুন মেকআপ ব্যবহার শুরুর আগে চেক করে নিন আপনার স্কিনে স্যুট করছে কিনা। রাতে পর ত্বকের যত্ন করার পর টানা ৭, ৮ ঘন্টা ঘুম দিন। স্কিন থাকবে সুন্দর, উজ্জ্বল।

## চুল পড়া বন্ধ করতে অ্যালোভেরা জেলের গুণাগুণ

অ্যালোভেরা জেল চুল ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। ঘরেই তৈরি করতে পারেন অ্যালোভেরা জেল। এছাড়াও অ্যালোভেরা হজমের সমস্যা সমাধান করে এবং ত্বক ও চুলের যত্নে বিশেষভাবে কাজ করে। অ্যালোভেরা এখন বিভিন্নভাবে প্রসাধনী হিসেবে পাওয়া যায়। যার মধ্যে অন্যতম অ্যালোভেরা জেল। তবে বাজারে আসল যেসব জেল বিক্রি করা হয় তাতে ভেজাল থাকে।তাই সবচেয়ে ভালো ঘরেই তৈরি করুন অ্যালোভেরা জেল। চুল সুন্দর করতে ও চুল পড়া বন্ধ করতে অ্যালোভেরা জেলের জুড়ি মেলা ভার। অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করে আপনি পাবেন মজবুত ও ঝলমলে চুল। তাহলে জেনে নিন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল পেতে কীভাবে ব্যবহার করবেন অ্যালোভেরা জেল। ১) মধু, নারকেল তেল ও অ্যালোভেরা জেল- রুক্ষ চুলকে উজ্জ্বল করতে ব্যবহার করতে পারেন মধু,নারকেল তেল ও অ্যালোভেরা জেল। শুষ্ক চুলে আর্দ্রতা ফেরাতে ও চুলের ডিপ কন্ডিশনিং করতে এই উপাদানগুলো খুবই কার্য্যকরী।

এক চা চামচ মধু, দু-চামচ নারকেল তেল ও দু-চামচ অ্যালোভেরা নিয়ে মিশিয়ে এক জেলের মতো উপাদান তৈরি করুন। ৩০ মিনিট আগে এই মিশ্রণ চুলে লাগিয়ে একটা শাওয়ার ক্যাপে ঢেকে দিন মাথা। পারে আধঘন্টা পর শ্যাম্পু করে ধুয়ে নিন। ২ )দই ও অ্যালোভেরা- চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে দই ও অ্যালোভেরা ব্যবহার করুন। দু-চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চামচ অ্যালোভেরা মিশিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ধরে মাথার ত্বকে মাসাজ করুন। পরে শ্যাম্পু করে ধুয়ে নিন চুল। কন্ডিশনার দিতে ভুলবেন না। ৩) লেবু ও অ্যালোভেরা- লেবুর রস, অ্যালোভেরা ও আমলার রস দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এই মিশ্রণটি চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, গোড়া মজবুত করতে সহায়তা করে। ৪) অ্যালোভেরা ও ডিম- একটি ডিমের কুসুম, দু-চামচ অ্যালোভেরা ও তার সঙ্গে এক চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে চুলে লাগান। ৩০ মিনিট পর চুল শ্যাম্পু করে ধুয়ে নিন। এতে চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও চুল পড়া বন্ধ হবে।

## পারফিউম বেশি ব্যবহারে হতে পারে বিপদ

তবে শুধু মাথাব্যথা নয়, বেশি সুগন্ধী ব্যবহার ফেলতে পারে আরও বিপদে। World Health Organization থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কৃত্রিম সুগন্ধীর বহুল ব্যবহারে নাক ও চোখে জ্বালা, ঘুমের সমস্যা, মনোযোগ কমে যাওয়া, মুড সুইং এর মত সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে বদ্ধ জায়গায় যেমন অফিস, লিফট বা গাড়িতে অতিরিক্ত পারফিউম ব্যবহার করলে সমস্যায় পড়তে পারেন।

সাজ সম্পূর্ণ করতে পারফিউমের জুড়ি মেলা ভার। চেনা মানুষের পারফিউমের গন্ধ হোক বা নিজের পছন্দের ভাল গন্ধ পেলেই মন ভাল হয়ে যায়। আবার ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে পারফিউম দরকার। প্রয়োজনে হোক বা কাজের ফাঁকে সখে ,ঘন ঘন পারফিউম ব্যবহার করা কি আপনার স্বভাব? বার বার পারফিউমের ব্যবহার করলে কী কী বিপদে পড়তে পারেন জানেন তো? বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে অতিরিক্ত পারফিউম বা সুগন্ধি ব্যবহার করলে অনেকের ক্ষেত্রে মাথাব্যথা,মাথা ঘোরা এমনকী, অ্যাংজাইটির মত সমস্যা দেখা যাচ্ছে। পারফিউম নিয়ে গবেষণা করে বেশ কিছু তথ্য সামনে এনেছেন বিজ্ঞানীরা। (২০১৮)-এ প্রকাশিত একটি স্টাডি থেকে জানা গিয়েছে বহু মানুষের স্মৃতি ও আবেগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত সুগন্ধী। অতিরিক্ত তীব্র গন্ধ মস্তিষ্কে চাপ ফেলে যার জন্য হার্টবিট বেড়ে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হয়, অস্বস্তি ও অস্থিরতা বাড়তে পারে। কৃত্রিম সুগন্ধি অ্যাংজাইটি ও প্যানিক বাড়াতে পারে, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার থাকলে দূরে রাখাই ভাল পারফিউমকে। তবে শুধু মাথাব্যথা নয়, বেশি সুগন্ধী ব্যবহার ফেলতে

পারে আরও বিপদে। World Health Organization থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কৃত্রিম সুগন্ধীর বহুল ব্যবহারে নাক ও চোখে জ্বালা, ঘুমের সমস্যা, মনোযোগ কমে যাওয়া, মুড সুইং এর মত সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে বদ্ধ জায়গায় যেমন অফিস, লিফট বা গাড়িতে অতিরিক্ত পারফিউম ব্যবহার করলে সমস্যায় পড়তে পারেন। কি ভাবছেন তাহলে এবার বন্ধ করতে হবে পারফিউমের ব্যবহার ? সচেতনভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করলে সঙ্গ ছাড়তে হবে না। কী উপায়ে সুগন্ধী ব্যবহার করলে সমস্যা হবে না? হালকা,ন্যাচেরাল বা এসেনশিয়াল অয়েল-বেসড ফ্র্যাগরেন্স রাখুন আপনার ভ্যানিটি ব্যাগে। দিনে ১—২ স্প্রের বেশি ব্যবহার না করাই ভাল। স্কিনে সরাসরি না দিয়ে কাপড়ে হালকা স্প্রে করলেই ভাল। মাথাব্যথা বা অস্বস্তি বা কোনও রকম অসুবিধা হলে ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়াই উচিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

## বিশ্বকে মুগ্ধ করা শীর্ষ ১০ বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রথা

বাঙালি সংস্কৃতি বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তৃত এই সংস্কৃতি সাহিত্য, শিল্প, উৎসব, সঙ্গীত, নৃত্য এবং খাদ্যের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য থেকে দুর্গাপূজার প্রাণবন্ত উদযাপন, বাঙালি সংস্কৃতি তার অনন্যতা এবং গভীরতার জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিম্নে বাঙালি সংস্কৃতির শীর্ষ ১০টি প্রথা উল্লেখ করা হল, যা বিশ্বকে মুগ্ধ করে। ১. **দুর্গাপূজা:** বিশ্বব্যাপী উৎসবের প্রতীক দুর্গাপূজা বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় উৎসব। এটি মা দুর্গার মহিষাসুরের উপর জয়ের উদযাপন। পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডাল, শিল্পকর্ম, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি প্রবাসীরা এই উৎসব পালন করে, যা ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকায়ও স্থান পেয়েছে। পাণ্ডালের শৈল্পিক নকশা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করে। ২. **পয়লা বৈশাখ:** বাঙালি নববর্ষ

পয়লা বৈশাখ বা বাঙালি নববর্ষ প্রতি বছর ১৪ বা ১৫ এপ্রিল উদযাপিত হয়। এই দিনে বাঙালিরা নতুন পোশাক পরে, ঘর সাজায়, এবং মিষ্টি ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের মাধ্যমে উৎসব পালন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গান, এবং নৃত্য এই দিনের প্রধান আকর্ষণ। এই উৎসব বাঙালি সম্প্রদায়ের আশাবাদ ও নতুন শুরুর প্রতীক। ৩. **রবীন্দ্র সঙ্গীত:** আত্মার সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই গানগুলি ভালোবাসা, প্রকৃতি, এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর দর্শন প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

৪. **বাউল সঙ্গীত:** আধ্যাত্মিকতার সুর বাউল সঙ্গীত বাঙালি লোকসঙ্গীতের একটি অনন্য ধারা, যা আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার বার্তা বহন করে। লালন শাহের মতো বাউল শিল্পীরা এই সঙ্গীতকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন। এর সরলতা এবং গভীর অর্থ বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের মুগ্ধ করে।

৫. **কাঁথা সূচিকর্ম:** শিল্পের ঐতিহ্য কাঁথা সূচিকর্ম বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, যা সুতোর মাধ্যমে গল্প বুনে। এই শিল্পকর্ম বিশ্বব্যাপী টেক্সটাইল প্রদর্শনীতে প্রশংসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা এই শিল্পে তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে।

৬. **জামদানি শাড়ি:** বুননের শৈল্পিকতা জামদানি শাড়ি, যা ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে, বাংলার বুননশিল্পের একটি রত্ন। এর জটিল নকশা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য বিশ্বব্যাপী ফ্যাশনপ্রেমীদের মন জয় করেছে। এই শাড়ি বাঙালি নারীদের গর্বের প্রতীক। ৭. **বাঙালি খাদ্য:** স্বাদের বৈচিত্র্য বাঙালি খাদ্য বিশ্বব্যাপী তার বৈচিত্র্য এবং স্বাদের জন্য বিখ্যাত। মাছের ঝোল, শুক্তো, রসগোল্লা, এবং সন্দেশের মতো খাবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। বাঙালি খাদ্যের মশলার ব্যবহার এবং স্বাদের সমন্বয় বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে। ৮. **পটচিত্র:** গল্প বলার শিল্প

পটচিত্র বা পটুয়া শিল্প বাংলার ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা, যেখানে পৌরাণিক গল্প এবং সামাজিক বার্তা তুলে ধরা হয়। গাজির পট এবং কালীঘাট পটচিত্র বিশ্বব্যাপী শিল্পপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই শিল্প ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে।

৯. **হাতে খড়ি:** শিক্ষার প্রথম ধাপ হাতে খড়ি বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার, যেখানে শিশুদের প্রথমবার বাংলা বর্ণমালা শেখানো হয়। এই আচার শিক্ষার প্রতি বাঙালিদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ঐতিহ্য হিসেবে প্রশংসিত। ১০. **বাঙালি সাহিত্য:** বিশ্ব সাহিত্যের রত্ন বাঙালি সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কাজী নজরুল ইসলামের মতো সাহিত্যিকদের কলমে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নোবেল পুরস্কার জিতেছে, যা বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রভাব প্রমাণ করে। বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রভাব বাঙালি সংস্কৃতি শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গাপূজা এবং পয়লা বৈশাখের মতো উৎসব লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, এবং সিডনির মতো শহরে উদযাপিত হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বাউল গান বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের মন জয় করেছে। বাঙালি সাহিত্য এবং শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চে আলোচিত হয়। বাঙালি সংস্কৃতির এই দশটি প্রথা বিশ্বব্যাপী তার অনন্যতা এবং গভীরতার জন্য পরিচিত। এই ঐতিহ্যগুলি বাঙালি সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্প্রীতি, শিল্পকলা, এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটায়। ২০২৫ সালে বাঙালি সংস্কৃতি বিশ্ব মঞ্চে আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে, যা নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

## চাল উৎপাদনে ইতিহাস, চিনকে ছাপিয়ে বিশ্বে এক নম্বরে ভারত

বিশ্বের খাদ্য মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরল ২০২৫ সালে। চাল উৎপাদনে বহুদিনের শীর্ষস্থানাধিকারী চিনকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে উঠে এল ভারত। মার্কিন কৃষি দপ্তর -এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ভারতের মোট চাল উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৫০.১৮ মিলিয়ন টন, যেখানে চিনের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১৪৫.২৮ মিলিয়ন টন। এই পরিসংখ্যান শুধু একটি সংখ্যাগত সাফল্য নয়, বরং ভারতীয় কৃষির গঠনগত পরিবর্তন ও নীতিগত দিকনির্দেশনার প্রতিফলন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করে জানান, উচ্চ ফলনশীল ধানবীজের ব্যাপক ব্যবহার, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার এবং চাষের আওতা বাড়ানোর ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলিতে ধানচাষে উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি, কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং সরকারি সহায়তা প্রকল্পগুলিও এই বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের মোট কৃষি উৎপাদন ২০২৫ সালে যেখানে প্রায় ৩২৭ মিলিয়ন টন, তার মধ্যে চালের অবদান প্রায় ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চাল এখনো প্রধান স্তম্ভ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদার চাপের মধ্যেও এই উৎপাদন বৃদ্ধি ভারতকে স্বনির্ভরতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল বলে মত অর্থনীতিবিদদের একাংশের।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের চাল রপ্তানিতে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। বিশ্ববাজারে দাম নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখাই ছিল এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য। তবুও উৎপাদনের নিরিখে শীর্ষে উঠে আসা প্রমাণ করে যে, রপ্তানি কমলেও কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কাঠামো শক্তিশালী হয়েছে। তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি উঠছে একাধিক প্রশ্ন ও উদ্বেগ। সামাজিক মাধ্যমে ও বিশেষজ্ঞ মহলে অনেকেই মনে করছেন, কাঁচা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেও তার পরিবেশগত মূল্য চুকাতে হতে পারে। ধান একটি জলখরচা ফসলঅতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার ভবিষ্যতে জলসংকট বাড়াতে পারে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন একফসলি চাষ মাটির উর্বরতা নষ্ট করার ঝুঁকিও তৈরি করছে। তাই শুধু উৎপাদন বাড়ানো নয়, টেকসই কৃষি পদ্ধতির দিকে নজর দেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কৃষকের লাভ। উৎপাদন বাড়লেও যদি ন্যায্য মূল্য, দক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খল ও বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার না থাকে, তাহলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার বড় পরিবর্তন হয় না। অনেকেই তাই প্রিমিয়াম ও সুগন্ধি ধানের জাত, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং আধুনিক গুদামজাতকরণের উপর জোর দেওয়ার কথা বলছেন। এতে একদিকে যেমন কৃষকের আয় বাড়বে, অন্যদিকে জল ও মাটির উপর চাপও তুলনামূলকভাবে কমানো সম্ভব হবে। সব মিলিয়ে, চাল উৎপাদনে চিনকে ছাপিয়ে শীর্ষে ওঠা ভারতের জন্য নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। তবে এই সাফল্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে পরিমাণের পাশাপাশি গুণমান, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং কৃষকের কল্যাণএই তিনটি দিককেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই বিশ্বের চালের ভাণ্ডারে ভারতের নেতৃত্ব সত্যিকারের অর্থে টেকসই ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

শনিবার মেয়র দীপক মজুমদার শিব পূজায় অংশ গ্রহণ করেন।

# এফএসএসএআই নিয়ে 'দ্য ইকোনমিক টাইমস'-এর প্রতিবেদন ভ্রান্ত বলে দাবি সরকারের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রক অনুমোদন নিয়ে অচলাবস্থার দাবি করে 'দ্য ইকোনমিক টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনকে খারিজ করল কেন্দ্র সরকার। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র ফ্যাক্ট চেক ইউনিট জানিয়েছে, ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মান কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই) সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে এবং দেশজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে চলছে।

পিআইবি জানায়, খাদ্য ব্যবসার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে খাদ্য কর্তৃপক্ষের আলাদা কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। লাইসেন্স প্রদান, বিনিয়োগ কিংবা খাদ্য সুরক্ষা মান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বা প্রক্রিয়াগত বাধাও নেই।

ফ্যাক্ট চেক ইউনিট আরও জানিয়েছে, এফএসএসএআই-এর দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ ও নীতির বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় স্তরে স্বাভাবিকভাবেই চলছে। রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা প্রশাসনগুলির মাধ্যমে প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সংস্থার চেয়ারপার্সন পদে বহাল রয়েছেন এবং চেয়ারপার্সন ও পদাধিকারবলে থাকা সদস্যদের উপস্থিতিতে নিয়মিতভাবে আইনসম্মত কোরাম পূরণ হচ্ছে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনও বিঘ্ন ঘটছে না বলে জানানো হয়েছে।

পিআইবি-র ফ্যাক্ট চেক ইউনিট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, 'দ্য ইকোনমিক টাইমস'-এ প্রকাশিত এফএসএসএআই সংক্রান্ত সমস্ত দাবি বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন।

## বিচার ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের আহ্বান প্রধান বিচারপতির

হিসার, ১০ জানুয়ারি: ভারতের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, অপরাধের চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায় বিচার ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আইনজীবীদেরও আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও তাতে দক্ষ হয়ে ওঠা জরুরি। গতকাল হানসি বার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্থানীয় বিচার বিভাগীয় কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিচারক ও আইনজীবীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক বিরোধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আইনজীবীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে পারদর্শী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন।তিনি আরও বলেন, দেশে অপরাধ ও বিবাদের প্রকৃতি বদলাচ্ছে। সাইবার অপরাধের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত মামলার ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধরনের মামলার সঠিক ও কার্যকর মোকাবিলার জন্য আইনজীবীদের প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াতে প্রযুক্তির ভূমিকা আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইনজীবী ও বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিজেদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

## বিএনপির চেয়ারপার্সন হলেন তারেক রহমান

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র নতুন চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগ পেলেন দলের শীর্ষ নেতা তারেক রহমান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও দীর্ঘদিনের দলনেত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাতে ঢাকার বিএনপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে তারেক রহমানকে চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দলীয় সংবিধান অনুযায়ীই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, ২০১৮ সাল থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করে আসা তারেক রহমান এবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ওই বৈঠকে সভাপতিত্বও করেন তারেক রহমান নিজেই। উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক স্তরের একাধিক শীর্ষ নেতা। জানা গেছে, জরুরি ওই বৈঠকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি, আগামী দিনে বিএনপি কোন পথে এগোবে, সে সম্পর্কেও একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

## ইরানে বিক্ষোভ দমনে হিংস্র অভিযানের নিন্দা বিশ্বনেতাদের

তেহরান, ১০ জানুয়ারি: ইরানজুড়ে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় আন্দোলনকারীদের উপর হিংস্র দমন-পীড়নের তীব্র নিন্দা জানাল বিশ্বনেতারা। এক যৌথ বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রীরা ইরানের নাগরিকদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন এবং সরকারকে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক মোতায়েন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সরকার দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। সূত্রের খবর, বর্তমানে ইরানে ইন্টারনেট সংযোগ মাত্র প্রায় এক শতাংশে নেমে এসেছে।টানা ত্রয়োদশ দিনে পা দিয়েছে ইরানের এই গণআন্দোলন। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ থেকেই শুরু হলেও, ধীরে ধীরে এই বিক্ষোভ বর্তমান শাসনব্যবস্থার অবসানের দাবিতে রূপ নিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকেই ইরানে বর্তমান শাসনব্যবস্থা ক্ষমতায় রয়েছে, যা সে সময় পশ্চিমাপন্থী শাহের সরকারকে উৎখাত করেছিল।

## চাঁদা সংগ্রহ ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত করেছেন। মন্ত্রী আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে, বলেন তিনি। তিনি জনগণকে সতর্ক করে বলেন, এই মুহূর্তে মিথ্যা, গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে প্রশাসনের নির্দেশনার প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

## পশ্চিমাঞ্চল কমান্ডের ইনভেস্টিচার অনুষ্ঠানে বীরত্ব পুরস্কার প্রদান, সেনাদের প্রশংসায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাটিয়ার

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: দেশের সুরক্ষায় অটল নিষ্ঠা ও সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে পশ্চিমাঞ্চল কমান্ডের সর্বাধিনায়ক (জিওসি-ইন-সি) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ কুমার কাটিয়ার আজ সেনা সদস্য ও বিভিন্ন ইউনিটকে বীরত্ব পুরস্কার প্রদান করেন।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমাঞ্চল কমান্ড ইনভেস্টিচার অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাটিয়ার বলেন, সাম্প্রতিক বিভিন্ন অভিযানে, বিশেষ করে 'অপারেশন সিন্দুর'-এর সাফল্য পশ্চিমাঞ্চল কমান্ডের প্রস্তুতি ও পেশাদার দক্ষতার স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত সেনা সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁদের সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠা সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তিত চরিত্রের প্রসঙ্গ তুলে ধরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাটিয়ার উচ্চমাত্রার অপারেশনাল প্রস্তুতি বজায় রাখা এবং আধুনিক যুদ্ধক্ষমতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে উন্নত প্রযুক্তি ও ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সংঘর্ষে প্রযুক্তি যে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় সেনাবাহিনীর মূল শক্তি। দেশের সেবায় নিষ্ঠা ও বীরত্বের সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি সেনাবাহিনীর সব স্তরের সদস্যরা অটুটভাবে বজায় রাখবে বলেও তিনি দৃঢ়ভাবে জানান।

## নয়াদিল্লিতে আফগান দূতাবাসে নতুন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্ব নিলেন মুফতি নূর আহমদ নূর

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: আফগানিস্তানের দূতাবাসে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব নিতে আজ নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন তালিবানের শীর্ষ সদস্য মুফতি নূর আহমদ নূর। তিনি এর আগে আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের ফার্স্ট পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে কাজ করেছেন। গত বছরের অক্টোবর মাসে আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফরের সময় তাঁর প্রতিনিধিদলের সদস্যও ছিলেন তিনি।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। ভারত আফগানিস্তানকে মানবিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে, যার মধ্যে চিকিৎসা সহায়তাও রয়েছে। ইতিমধ্যেই মুম্বই ও হায়দরাবাদে আফগান কনস্যুলেটগুলি তালিবান-নিযুক্ত কূটনীতিকদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

এ ছাড়াও, বাণিজ্য, জ্বালানি এবং আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পে সহযোগিতা বাড়াতে সম্প্রতি একাধিক উচ্চপর্যায়ের আফগান প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপগুলি দুই দেশের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও জোরদার করার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

## পুনে পুরনিগম নির্বাচন: যৌথ ইস্তেহার প্রকাশ এনসিপির দুই শিবিরের

পুনে, ১০ জানুয়ারি: আসন্ন পুনে পুরনিগম নির্বাচনের জন্য আজ যৌথ ইস্তেহার প্রকাশ করল মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) এবং শরদ পওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি শিবির।

আজ পুনেতে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অজিত পওয়ার এবং তাঁর ভাইঝি তথা এনসিপি (এসপি)-র কার্যনির্বাহী সভাপতি সুপ্রিয়া সুলে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অজিত পওয়ার জানান, এই ইস্তেহার মূলত পুনে শহরের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে।

ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, পুনে শহরের প্রতিটি এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি যানজট নিরসন, গর্তমুক্ত রাস্তা, উন্নত পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, হাই-টেক স্বাস্থ্য পরিষেবা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বস্তি পুনর্বাসনের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

নেতৃত্বের দাবি, এই যৌথ ইস্তেহার পুনে শহরের সার্বিক উন্নয়নের একটি রূপরেখা তুলে ধরছে এবং নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা নেবে। পুনে পুরনিগম নির্বাচনে দুই এনসিপি শিবিরের এই যৌথ উদ্যোগ রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

# বাংলাদেশে ফের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা, সুনামগঞ্জে নিহত জয় মহাপাত্র

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনা অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সুনামগঞ্জ জেলায় জয় মহাপাত্র নামে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে ও বিষ প্রয়োগ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের পরিবারের দাবি, স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি বিষ খাওয়ান। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার বিস্তারিত তথ্য এখনও তদন্তাধীন বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এই ঘটনা এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন কয়েক দিন আগেই বাংলাদেশে আরেক হিন্দু যুবকের মৃত্যুর ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নওগাঁ জেলার ভান্ডারপুর গ্রামের বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সি মিঠুন সরকার চুরির সন্দেহে একদল লোকের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে খালে ঝাঁপ দেন। পরে মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ তাঁর দেহ উদ্ধার করে।

সম্প্রতি প্রতিবেশী এই দেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, সাম্প্রতিক এই হত্যাকাণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং সংখ্যালঘু নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে এই ঘটনাগুলি।

এদিকে, বৃহস্পতিবারই বাংলাদেশ পুলিশ ময়মনসিংহ জেলায় হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম ইয়াসিন আরাফাত। তিনি পেশায় প্রাক্তন শিক্ষক এবং এই হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে তদন্তকারীদের ধারণা।

উল্লেখ্য, ২৭ বছর বয়সি গার্মেন্টস কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে গত ১৮ ডিসেম্বর ধর্ম অবমাননার অভিযোগে হত্যা করা হয়। অভিযোগ, প্রথমে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁকে কাজ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। এরপর কর্মস্থল থেকে টেনে বের করে উত্তেজিত স্থানীয় জনতার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, উত্তেজিত জনতা তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করে হত্যা করে, পরে দেহ গাছে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, এই হামলায় দীপুর কয়েকজন সহকর্মীও অংশ নিয়েছিল।

বাংলাদেশে একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

## সামান্য বিষয়কে সাম্প্রদায়িক

● প্রথম পাতার পর

অনেক কথায় বলবে। তাঁরা সামান্য বিষয়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অশান্তির বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টায় আছে বিরোধীরা। তাঁদের প্ররোচনায় পা না দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীকে আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

## বিজেপির কিছু মরুব্বির

● প্রথম পাতার পর

শপথ নেওয়ার পর মুরুব্বি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই মুরুব্বির কারণে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, যা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক, বলেন জিতেন্দ্র। তিনি প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

## বিজেপির ঘৃণার

● প্রথম পাতার পর

আরও বলেন, বিজেপি সরকারের শাসনে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত হিংসার রাজনীতি হচ্ছে। প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভীতি ও বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা সমাজে অস্থিরতা ও উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তিনি বর্তমান পরিস্থিতিকে দুঃখজনক ও নিন্দনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে সক্রিয় হস্তক্ষেপের দাবি জানান।

## সংখ্যালঘু ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেওয়া চেষ্টা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, চাঁদাবাজির নামে কোনও নাগরিক, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর আক্রমণ কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। এই ধরনের ঘটনা আইনশৃঙ্খলার চরম ব্যর্থতার পরিচয়।

তিনি আরও বলেন, দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশাসনের কাছে তিনি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

## রাজ্যে বিভাজনের

● প্রথম পাতার পর

বছরে রাজ্যে অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে বর্তমানে প্রায় ৮.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সিপিআই(এম), আইপিএফটি ও ত্রিপুরা মথা দল ছেড়ে ৩৩৮টি পরিবারের মোট ৭৫৯ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। সকাল থেকেই কাঞ্চনপুর ও আশপাশের এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই বিশাল জনসমাবেশ কাঞ্চনপুরে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে আরও একবার স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

## স্বদেশী মেলা ভারতে

● প্রথম পাতার পর

নারী স্বনির্ভর হয়, এবং যুবকরা কর্মসংস্থান পায়। স্বদেশী মেলা তার একটি উদাহরণ। স্বদেশী মানে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই উদ্যোগটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজ্যে পূর্বাশা আগেও ছিল ; ২০২৪-২৫ সালে এটি ৮.৬৯ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করেছিল, এবং ২০২৫-২৬ সালে ৭.৭৭ কোটি টাকার, আর ২০১৮ সালের আগে এটি বছরে মাত্র ৩.৫০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করত। 'ভোকাল ফর লোকাল' খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও জানান, রাজ্যে মোট ৫৪,৬২৭টি স্বসহায়ক দল রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা ৪.৮৯ লাখ। ২০১৮ সালের আগে প্রায় ৩,৫০৬টি গ্রুপকে ৪.২৬ কোটি টাকার রিভলভিং ফান্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকার ৩৬,৫৩০টি গ্রুপকে ৭৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এটাই আত্মনির্ভরতার উদাহরণ। এটাই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর অর্থ। আমাদের উচিত স্বনির্ভর সহায়ক সংস্থা, স্টার্টআপকে সমর্থন করা এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, চিফ হুইপ ও বিধায়ক কাল্যাণী সাহা রায়, মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার এবং অন্যান্যরা।

## হলদিয়ায় নৌঘাঁটি স্থাপন করবে

● প্রথম পাতার পর

বেইজিংয়ের প্রতিরক্ষা ও অবকাঠামো সহযোগিতা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে হলদিয়া ঘাঁটির গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

নতুন এই বেসটি আকারে তুলনামূলক ছোট হবে এবং প্রায় ১০০ জন অফিসার ও নাবিক নিয়ে পরিচালিত হবে। কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থানের কারণে নদীপথে দীর্ঘ সময়ের যাতায়াত এড়িয়ে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের কৌশলগত সুবিধা মিলবে।

বর্তমানে পূর্ব উপকূলে বিশাখাপত্তনমে ইস্টার্ন নেভাল কমান্ড সদর দফতরসহ আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি রয়েছে। হলদিয়া ঘাঁটির জন্য জমি পূর্বে বরাদ্দ থাকলেও নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল বলে সূত্রের খবর।এ পদক্ষেপ নৌবাহিনীর বৃহত্তর আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ২০২৪ সালে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ (ডিএসি) ১২০টি দ্রুতগতির ইন্টারসেপ্টর ক্রাফট এবং ৩১টি এনডব্লিউজেএফএসি কেনার অনুমোদন দিয়েছিল। এগুলো সাধারণত ১০০ টন ওজনের এবং ১০—১২ জনকে বহন করতে সক্ষম। উপকূল টহল, অনুপ্রবেশ রোধ, বন্দরের সুরক্ষা ও বিশেষ অভিযানেই এদের ব্যবহার হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের এই নৌ উপস্থিতি সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আঞ্চলিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং অঞ্চলের প্রধান নিরাপত্তা-অবদানকারী হিসেবে নিজের অবস্থান শক্ত করার জন্য খুবই জরুরি।

## ত্রিপুরাতেও আগামী ৪ দিন

● প্রথম পাতার পর

ধীরে বাড়তে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতেও একই ধরনের পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আগামী দু'থেকে তিন দিন পাঞ্জাব, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম রাজস্থানে ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরাতেও আগামী চার দিন সকালের দিকে ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে। রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও বিহারে এই কুয়াশার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর।

দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আইএমডি। ১০ জানুয়ারি তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কারাইকালে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১১ জানুয়ারিতেও একই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে এবং এটি উত্তর শ্রীলঙ্কা উপকূল অতিক্রম করতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এর জেরে তামিলনাড়ু উপকূলে দমকা হাওয়া ও উত্তাল সমুদ্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আইএমডির মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, মান্নার উপসাগর ও তামিলনাড়ু—পুদুচেরি উপকূলে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সমুদ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ ও 'কোল্ড ডে' পরিস্থিতির কারণে জনজীবন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পূর্ব রাজস্থান ও বিহারে ১০ ও ১১ জানুয়ারি 'কোল্ড ডে' পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। উত্তরাখণ্ডে ১০ ও ১১ জানুয়ারি ভূমি-তুষার (গ্রাউন্ড ফ্রস্ট) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘন কুয়াশার প্রভাবে সড়ক, রেল ও বিমান চলাচল ব্যাহত হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিদ্যুৎ পরিষেবাতেও বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কতাও জারি করেছে আইএমডি। দীর্ঘ সময় কুয়াশা ও শীতের সংস্পর্শে থাকলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের মতো সমস্যা বাড়তে পারে। চোখে জ্বালা ও সংক্রমণের ঝুঁকিও রয়েছে। প্রবল শীতে ফ্রস্টবাইট ও হাইপোথার্মিয়ার আশঙ্কা থাকায় বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর সাধারণ মানুষকে গরম পোশাক পরা, অপ্রয়োজনীয় বাইরে না বেরোনো, কুয়াশার সময় গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ফগ লাইট ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে। কৃষকদের ক্ষেতেও বিশেষ পরামর্শ জারি করা হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টির আগে পাকা ফসল কেটে নিরাপদে রাখার কথা বলা হয়েছে। শৈত্যপ্রবাহপ্রবণ রাজ্যগুলিতে হালকা সেচ, মালচিং ও ফসল ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পশুপালন ও পোলট্রি ক্ষেত্রেও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

সব মিলিয়ে, আগামী কয়েক দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চরম শীত, কুয়াশা ও বৃষ্টির জেরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

শনিবার ডেপুটি মেয়র কৌরবস ক্লাবে উদ্যোগে অনুষ্ঠানে সূচনা করেন।

## বিলোনিয়ায় অভিযান: ব্যবসায়ী ও পলিব্যাগ ব্যবহারকারীদের জরিমানা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও পলিব্যাগ জব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জানুয়ারি: আজ বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকা এবং রাজনগর বিধানসভা ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে ১৩ জন ব্যবসায়ী ও ৫ জন পলিব্যাগ ব্যবহারকারীর কাছ থেকে মোট ৭,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকান থেকে মোট ৭৫ কেজি পলিব্যাগ জব্দ করা হয়।

মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্যাগের নমুনা প্রদর্শন ও ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে। অভিযানের সময় অনেক মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যও উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিক্রেতাদের নির্দেশে তা নষ্ট করা হয়েছে। এ সময় ৩০ লিটার পেট্রোলও জব্দ করা হয়েছে। মহকুমা প্রশাসনের ডি সি এম সঞ্জয় শীল বলেন, "কিছু কিছু ব্যবসায়ী জেনে শুনে প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস বিক্রি করছে। এর মধ্যে রয়েছে কেক, বিস্কিট, পনির ইত্যাদি, যা প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ ও স্কুলের শিশুরা খাচ্ছে। এর ফলে যে কোনো সময় বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং এই ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে। অভিযানে বিলোনিয়া ও পি আর বাড়ি থানার পুলিশও অংশগ্রহণ করেছে।

## নাগাল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে রাজ্যের ব্লগার নিখোঁজ, অনিশ্চয়তায় পরিবার, পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : নাগাল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ৮ দিন ধরে নিখোঁজ রাজ্যের এক ব্লগার। তাঁর নিখোঁজ হওয়ায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁর বাবা—মা। নিখোঁজ যুবকের নাম প্রণব দাস (২৩)। তিনি শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মলয়নগর নেপালি পাড়ার বাসিন্দা।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রণব দাস বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভিডিও সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলি ব্লগের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। কিছুদিন আগে ভিডিও সংগ্রহণের জন্য নাগাল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল সে। নাগাল্যান্ড পৌঁছে মা বাবার সাথে কথাও বলেছিল সে। কিন্তু ৩ জানুয়ারির পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে এবং তারপর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে খোঁজখবর করেও পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর সন্ধান মেলেনি।

এই ঘটনায় প্রণব দাসের পরিবার শ্রীনগর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছে। তবে অভিযোগ, ডায়েরি করার পরও পুলিশ তরফে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রণব দাসের বাবা অভিযোগ করে বলেন, একাধিকবার থানায় যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কোনও সহযোগিতা পাননি।

ছেলের নিখোঁজ হওয়ায় গভীর উদ্বেগে ভেঙে পড়েছেন বাবা—মা। নিরুপায় হয়ে তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং এলাকার বিধায়কের কাছে ছেলেকে উদ্ধারে দ্রুত হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। পরিবারের একমাত্র দাবি, প্রণব দাসকে দ্রুত খুঁজে বের করতে প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নিক এবং তাঁদের এই অসহায় অবস্থার অবসান ঘটাক।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## বাঁশ চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: আইসিএফআরই রেইন ফরেস্ট রিসার্চ ইন্টিটিউট, জোরহাট-র উদ্যোগে এবং

পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাঁশের উপর ৩দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ শিবির গতকাল আগরতলার গীতাঞ্জলী টুরিস্ট গেস্টহাউসে শেষ হয়েছে। এতে রাজ্যের কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, শিল্প ইত্যাদি দপ্তর এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ইত্যাদির আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

৭ জানুয়ারি পিসিসিএফ আর. কে শ্যামল এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। তিনি বাঁশের কার্যকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের ভূয়সি প্রশংসা করেন। আইসিএফআরই লাইভলিহুড এক্সটেনশন সেন্টারের প্রধান তথা কোর্স ডিরেক্টর আর কে কলিতা এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

টেকনিক্যাল সেশনে বক্তাগণ ভারতে বাঁশ চাষ এবং এর কার্যকারিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীগণ বাঁশ চাষের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন এলাকাও ঘুরে দেখেন।

## ৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাস্তার কাজে ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: ৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাস্তার কাজে ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে চেবরি পেক্লনিছড়া এলাকায়। রাস্তা নির্মাণের নামে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও নির্ধারিত নিয়ম না মেনেই কাজ শেষ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী রাস্তার কার্পেটিং করার কথা থাকলেও তা না করেই দায়সারা ভাবে কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার উপরের স্তর উঠে যাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে বড় বড় ফাটল।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একাংশের যোগসাজশেই এই দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। কাজ চলাকালীন কোনো ধরনের মান যাচাই বা তদারকি চোখে পড়েনি বলেও দাবি স্থানীয়দের। এই অনিয়মের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। তাদের দাবি, অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রাস্তার কাজ নতুন করে সঠিক মান বজায় রেখে সম্পন্ন করতে হবে।

## বর্ষাকালের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে উদ্যোগ, আমবাসা শান্তিপাড়ায় কভার ড্রেন নির্মাণের প্রস্তুতি

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : আমবাসা শহরের শান্তিপাড়া এলাকায় বসবাসকারী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বর্ষাকালে জলমগ্নতার সমস্যায় চরম দুর্ভোগের শিকার হয়ে আসছেন। সামান্য থেকে মাঝারি বৃষ্টিতেই এলাকার একাংশে জমে যেত হাঁটুসমান জল, যার ফলে বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়া, যাতায়াতের সমস্যা ও নিত্যদিনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতো। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় রাস্তার এক পাশে ইতিমধ্যেই কভার ড্রেন নির্মাণ করা হলেও অপর পাশে কভার ড্রেনের অভাবে প্রতি বর্ষায় বেশ কয়েকটি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ত। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছিলেন শান্তিপাড়ার বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের এই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে অবশেষে অপর পাশেও কভার ড্রেন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শনিবার এই কাজের প্রস্তুতি ও সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শান্তিপাড়া এলাকা পরিদর্শনে যান সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপা দেব। পরিদর্শনকালে তিনি এলাকার জলনিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তার অবস্থান ও সম্ভাব্য ড্রেন নির্মাণের স্থান সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন এবং দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

এদিন কাউন্সিলর দীপা দেব জানান, শান্তিপাড়ার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা বিবেচনা করেই এই কভার ড্রেন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, খুব শীঘ্রই কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হবে এবং কাজ সম্পূর্ণ হলে বর্ষাকালে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমবে।

## নেশা ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাইজালবাড়ীতে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : গতকাল বাইজালবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে পদ্মবিল বিদ্যালয় পরিদর্শক, খোয়াই জেলা শিক্ষা কার্যালয় ও খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শকের যৌথ ব্যবস্থাপনায় খোয়াই ব্লক বনাম পদ্মবিল ব্লকের মধ্যে এক প্রীতি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নেশার বিরুদ্ধে, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য রঞ্জিত দেব্বর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ দেব্বর্মা এবং খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন পদ্মবিল বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষ্ণু দত্ত এবং পৌরোহিত্য করেন ঈশ্বর সর্দার পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক রথীন্দ্র দেব্বা

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত বলেন, খেলাধুলা যুবসমাজকে নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তিনি বাল্যবিবাহ রোধ ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে এই ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য রঞ্জিত দেব্বর্মা বলেন, সুস্থ সমাজ গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীম। যুবসমাজ যদি খেলাধুলায় নিয়োজিত থাকে, তবে তারা সহজেই অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকবে। তিনি এই সচেতনতামূলক উদ্যোগের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক বিষ্ণু দত্ত বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্য।

পরবর্তীতে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও সমাজসচেতনতা বৃদ্ধিতে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। ঈশ্বর সর্দার পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক রথীন্দ্র দেব্বর্মার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এরপর অতিথিরা মাঠে নেমে দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ব্যাটিং ও বোলিংয়ের মাধ্যমে টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। খেলায় খোয়াই ব্লক দল ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে পদ্মবিল ব্লক দল ১৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রানে সীমাবদ্ধ থাকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে খোয়াই ব্লক দল বিজয় অর্জন করে। পুরস্কার বিতরণী পর্বে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়কে মেডেল প্রদান করা হয়। "ম্যান অব দ্য ম্যাচ" ট্রফি অর্জন করেন অচিন্ত রায়। বিজয়ী খোয়াই ব্লক দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং পদ্মবিল ব্লক দলকে রানার্স-আপ ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

## আগরতলা বইমেলার নবম দিনে আলোচনাচক্র বই প্রকাশ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত ৪৪ তম আগরতলা বইমেলার আজ ছিল নবম দিন। এবছর বইমেলার মূল থিম হলো "বন্দেমাতরম"। গতকাল বইমেলায় মোট ১২, ১২,৮৩৪ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত আজ বইমেলায় আলোচনাচক্র, আবৃত্তি, বই প্রকাশ, ক্যুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আজ বইমেলার কবি সম্মেলন ও বই প্রকাশ মঞ্চে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে "উড়ান বিশেষভাবে সক্ষমদের ডানামেলার গল্প" বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে বিভিন্ন হোম-এর বিশেষভাবে সক্ষম ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী রবীন্দ্র সংগীত, লোকসংগীত, ককবরক সংগীত, গল্পপাঠ ও নজরুল গীতিতে অংশ নেয়। সঞ্চালনা করেন গোপা দে।

এই মঞ্চে যুগে যুগে ভারতের নারী, বিল্ট নট বর্ণ ও মানব জীবনে গ্রহের প্রভাব-এই তিনটি বই প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন ডা. শংকর রায়, ড. অন্বেষা দাসগুপ্ত, ত্রিপুরা (কেন্দ্রীয়) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন প্রফেসর চন্দ্রিকা বসু মজুমদার, শ্রীমৎ স্বামী ধরানন্দ তীর্থ মহারাজ ও ডা. এস কে ধর। প্রকাশক উত্তম চক্রবর্তী। এছাড়া এই মঞ্চে "এইডস সচেতনতা ও নেশামুক্ত যৌবন" বিষয়ে আলোচনা করেন ডা. কনক চৌধুরী ও ডা. কৌশিক রায়। সঞ্চালনা করেন চন্দন লেখা পাল। এদিকে আজ সুব্রহ্মণ্য ভারতী স্মৃতি মঞ্চে উত্তর ত্রিপুরা জেলার শিল্পীগণ শাস্ত্রীয় সংগীত, সমবেত নৃত্য, সমবেত সংগীত ও যন্ত্রানু সংগীতে অংশ নেন। এছাড়া জনজাতি শিল্পীগণ একক সংগীতে অংশ নেন। সঞ্চালনা করেন শিল্পী সুনন্দা দেবনাথ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

## নতুন ত্রিপুরা রাজ্যের সব জাতি-জনজাতি গোষ্ঠীকে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: সংস্কৃতি আমাদের অলংকার। সংস্কৃতিকে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। সংস্কৃতিকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ার নরেন্দ্রনগরস্থিত পাইখো মাঠে অনুষ্ঠিত হালাম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান এবং ঐতিহ্যবাহী "চড়েই খাম্বার উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা। ইয়ং চড়াই অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যেগে আয়োজিত এই উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আক্ট ইস্ট পলিসি নিয়ে কাজ করার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চল এগিয়ে গেছে। এই অঞ্চলে শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে। আমরা সবাই মানুষ। আমাদের এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু নেই। সবাইকে নিয়েই আমাদের একতা গড়ে তুলতে হবে। নতুন ত্রিপুরা রাজ্যের সব জাতি জনজাতি গোষ্ঠীকে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার ত্রিপুরার সবগুলি জনজাতি গোষ্ঠীকে মর্যাদা দিচ্ছে। পদ্মশ্রী পুরস্কারের মধ্যদিয়ে তাদের মেধার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। প্রথমে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার পর এই পরিমান বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা যাতে সবার কাছে গিয়ে পৌঁছায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতে ৭০০-র মত বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রত্যেকের উন্নয়নে কোন না কোন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য বাজেটের একটি বিরাট অংশ জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হচ্ছে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ রয়েছে বলেই নিতি আয়োগ ত্রিপুরার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মানুষকে অন্ধকারের দিক থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। জনজাতিদের উন্নয়ন না হলে ত্রিপুরা এগিয়ে যেতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই দৃষ্টি ভঙ্গি বারবার ব্যক্ত করেছেন। আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে উগ্রপন্থী সমস্যা বড় আকারে ছিল। এখন সেই সমস্যা দূর করে উত্তর পূর্বাঞ্চল সমান ভাবে দেশের অন্য অঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠন করার ডাক দিয়েছেন। রাজ্য এই সময়ের মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, সমাজসেবী পূর্ণ মানিক চড়াই, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, সমাজসেবী বিবেকানন্দ দাশ প্রমুখ।

## আগরতলা ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ময়লার স্তুপ, এলাকাবাসীর ক্ষোভ

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : আগরতলা পুর নিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পাশে ময়লার স্তুপ জমে থাকার কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দ্রনগর কালী মন্দির সংলগ্ন জিবি প্রধান সড়ক এলাকায় এই সমস্যা সবচেয়ে দৃশ্যমান।

জানা যায়, প্রতিটি ওয়ার্ডকে পুর নিগমের পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় জনসাধারণের সুবিধা এবং নিয়মিত ময়লা পরিষ্কারের জন্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ময়লার সঠিক ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন যে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমা মজুমদারের কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। ভোটের পর থেকে উনার চেহারাও কেউ দেখেননি, এমনকি উনি কেমন দেখতে, তা এলাকাবাসী জানেন না। স্থানীয়রা আশা করছেন, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হলে ময়লার স্তুপ সরানো এবং এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পুনঃস্থাপন সম্ভব হবে।

## বিশালগড়ে মহা হিন্দু সম্মেলনের প্রস্তুতি জোর কদমে

বিশালগড়, ১০ জানুয়ারি : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে সারা দেশ জুড়ে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় আগামী রবিবার বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মহকুমা ভিত্তিক মহা হিন্দু সম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ে প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।

আগামী রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ডে শুরু হবে মহা হিন্দু সম্মেলন। সম্মেলনে মুখ্য বৌদ্ধিক দাতা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাদবেন্দ্র নাথ মালাকার। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন নিগমানন্দ মঠ ও মিশনের মহারাজ শ্রীমদ আদিত্য চৈতন্য ব্রহ্মচারী, সংঘের দক্ষিণ জেলার সহ-সম্পর্ক প্রমুখ সন্তোষ নাথ, সংরক্ষক রবীন্দ্র দেববর্মা, হিন্দু সম্মেলনের আয়োজক কমিটির সভাপতি বাবুল সাহা সহ বিভিন্ন সাধু-সন্ত, হিন্দু সমাজের নাগরিকবৃন্দ। সম্মেলনকে সফল করতে গোটা মহকুমা জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গৈরিক ধ্বজ ও ব্যানারে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বিশালগড় শহর ও আশপাশের এলাকা। পাশাপাশি মাইকযোগে চলছে জোরদার প্রচার।

ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও হিন্দু সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই মহা হিন্দু সম্মেলনে সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি কামনা করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সিপাহীজলা জেলার সহকার্যবাহ নির্মল চক্রবর্তী।

## ধর্মনগরে এ. কে. নন্দি-র গ্র্যান্ড ম্যাজিক শো-এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

ধর্মনগর, ১০ জানুয়ারি : ধর্মনগরে এ. কে. নন্দি-র বহুল প্রতীক্ষিত গ্র্যান্ড ম্যাজিক শো-এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো আজ। ম্যাজিক শোকে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শত বার্ষিকী ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্র্যান্ড ম্যাজিক শো-এর শুভ সূচনা করা হয়। রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বৃক্ষে জল সেচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধন পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ম্যাজিক শিল্প শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এর মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক বার্তা ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো সম্ভব। তিনি এই ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

এরপর শুরু হয় এ. কে. নন্দি-র গ্র্যান্ড ম্যাজিক শো। চোখ ধাঁধানো ম্যাজিক কৌশল, রহস্যময় উপস্থাপনা ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। প্রথম দিনের শো-তেই বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।উল্লেখ্য, আগামী আরও দু'দিন ধরে এই গ্র্যান্ড ম্যাজিক শো চলবে। আয়োজক ও দর্শকদের মতে, এই অনুষ্ঠান ধর্মনগরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

# বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্টের চারটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্টের মেয়েদের বিভাগের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল আটটায় প্রথম সেমিফাইনালে পশ্চিম জেলা দল এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা ২ঃ৩০ টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ধলাই জেলা দল ও গোমতী জেলা দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেল চারটায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে পশ্চিম জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। এদিকে, আজ শনিবার সকাল আটটায় উত্তর জেলা দল শর্মিতা রিয়াংয়ের জয় সূচক গোলে ঊনকোটিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হয়েছেন দেবযানী রিয়াং। বেলা ২:০০ টায় পরবর্তী ম্যাচে ধলাই জেলা দল রেশমিতা রিয়াংয়ের জয়সূচক গোলে দক্ষিণ জেলা দলকে হারিয়ে এবং সন্ধ্যা ছয়টায় গোমতী জেলা দল মেটা জমাতিয়ার জয়সূচক গোলে খোয়াই জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। ছেলেদের বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে আগামীকাল সকাল দশটায় দক্ষিণ জেলা দল ও গোমতি জেলা দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। শনিবার সকাল ১০ টায় গোমতী জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। বিজয়ী দলের কিষানজিত রিয়াং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। দক্ষিণ জেলা দল শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার ম্যাচে দুই-এক গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছিল। এদিকে, আজ বিকেল চারটার খেলায় সিপাহী জলা জেলা দল ৫-৩ গোলের ব্যবধানে ধলাই জেলা দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

# অঙ্কিতের ব্যাটিং, সপ্তদ্বীপের বোলিং গন্ডাছড়াকে হারানোর লক্ষ্যে মোহনপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয়ের মধ্যে থাকতে চাইছে মোহনপুর। শক্তিশালী গন্ডাছড়াকে প্রথম ইনিংসে স্বল্প রানে থামিয়ে মোহনপুর বড় স্কোরের ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্যে এগুচ্ছে। প্রথম দিনের খেলা শেষে মোহনপুর ১৮৫ রানে এগিয়ে রয়েছে। প্রতিপক্ষ গন্ডাছড়া। প্রথম ইনিংসে দুই শতাধিক রান করার পাশাপাশি বোলারদের দাপটে গন্ডাছড়াকে স্বল্পরানে থামিয়ে দিয়ে মোহনপুর মূলতঃ জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেটে সি গ্রুপের খেলায় নীপকো গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মোহনপুর প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।৫৮.৫ ওভার খেলে ২০১ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে গন্ডাছড়া ৫১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। ১৫০ রানে লিড নিয়ে মোহনপুর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১১ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে ৩৫ রান সংগ্রহ করে কোন উইকেট না হারিয়ে। প্রথম ইনিংসে মোহনপুরের অঙ্কিত দাসের ৯৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে সপ্তদ্বীপ দত্ত একাই ৬ উইকেট তুলে নেয় ২২ রানের বিনিময়ে।

# জাতীয় বক্সিংয়ে অব্যবস্থা, ফাইনালের আগের রাতে কনকনে ঠান্ডায় হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হল কোচ-খেলোয়াড়দের !

জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অব্যবস্থা। প্রতিযোগিতার ফাইনালের আগের রাতে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের। শুক্রবার খেলা শেষ হওয়ার পর হোটেলে ফিরে বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়েরা দেখেন তাঁদের সব ব্যাগ ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এমন অব্যবস্থা নিয়ে বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গ্রেটার নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হচ্ছে এ বারের জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে রাতে তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে ৬-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শুক্রবার রাতের কয়েক ঘণ্টা ওই ঠান্ডায় এক রকম খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড় এবং কোচদের। সমস্যায় পড়ে তেলেঙ্গানা, কেরল, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, গোয়া, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং ছত্তিশগড় দল। নয়ডার বিভিন্ন হোটেল এবং লজে খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সব জায়গা থেকেই তাদের বের করে দেওয়া হয়। এমন অব্যবস্থায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে জাতীয় স্তরের বক্সারদের মধ্যে।

এমন ঘটনায় ছোট বিবৃতি দিয়ে দায় সেরেছেন বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কর্তারা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সমস্যার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়েই বা কাছাকাছি কোনও জায়গায় খেলোয়াড়, কোচদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলে যাতে ভাল ভাবে ঘুমোতে পারে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।" এই বিবৃতিকে দায়সারা মনে করেছেন খেলোয়াড়েরা। অব্যবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশের সৌজন্যটুকুও আয়োজকেরা দেখাননি বলে অভিযোগ।

এক বক্সিং কোচ সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "প্রতিযোগিতার জায়গা থেকে ফিরে সন্ধে সাড়ে ৭টা নাগাদ আমরা বিষয়টা জানতে পারি। আমাদের দলের সকলকে দ্রুত ঘর খালি করে দিতে বলা হয়। জানানো হয়, শুক্রবার পর্যন্তই ঘরের বুকিং করা ছিল।

আমাদের গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তাতেই থাকতে হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।" আর একটি দলের কোচ বলেছেন, "কাল আমাদের একাধিক বক্সার ফাইনাল খেলতে নামবে। শুক্রবার ৪০টা সেমিফাইনাল ছিল। সব দলের খেলোয়াড়েরাই ক্লান্ত। ওদের বিশ্রাম প্রয়োজন। রাতের খাওয়াটাও ঠিক ভাবে খেতে পারেনি ওরা। অথচ কী অব্যবস্থা! জানি না কেন এমন হল। এটাই প্রথম নয়। আমরা বৃহস্পতিবারও ঘর নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলাম। সব দেখে মনে হচ্ছে না, এই অব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা।" ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন রাজ্যের কর্তারাও। এক জন বলেছেন, "খেলোয়াড়দের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মতো করা আয়োজকদের ন্যূনতম দায়িত্ব। সেটুকু ঠিক ভাবে করতে না পারলে এমন প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব কেন নিয়েছে? আমাদের খেলোয়াড়েরা পর্যাপ্ত বিশ্রামই পেল না। কী ভাবে ফাইনালে নামবে ওরা?"

বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার এক কর্তা বলেছেন, "প্রথমে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি। সেই মতো সব ব্যবস্থা করা ছিল। পরে প্রতিযোগিতার দিন বদলে হয়েছে ৪ থেকে ১০ জানুয়ারি। সে জন্যই সমস্যা হয়েছে। বিষয়টা জানার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।" পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতে যে সব দল নিজেরা হোটেলের ব্যবস্থা করেছে, তাদের বিল ফেডারেশন মিটিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

# অ্যাশেজে ১-৪ হারের পর পাল্টা ইংল্যান্ড বোর্ডকেই তোপ দাগলেন ম্যাকালাম, 'আমাকে কাজ শেখাতে আসবেন না'

অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অ্যাশেজে ১-৪ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে ইংল্যান্ড। বিভিন্ন মাধ্যমে সমালোচিত হচ্ছে তারা। নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেও পাল্টা ইংল্যান্ড বোর্ডকে তোপ দেগেছেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। বোর্ডকর্তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁকে যেন কাজ শেখাতে না আসেন কেউ। অ্যাশেজে হারের পরেই দলের পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা করা হবে বলে জানিয়েছে ইংল্যান্ড বোর্ড। ম্যাকালামকে নিজের কাজের ধরন বদলানোর পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। দলের পরিবেশ ঠিক করে আরও পেশাদারিত্ব আনার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। তবে কিউয়ি কোচ যে সে সব মানবেন না তা আগেই বুঝিয়ে দিলেন।

বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ম্যাকালাম বলেছেন, "আমি কোনও পরামর্শ নেওয়ার বিপক্ষে নই। তবে এই ক্রিকেটারদের থেকে সেরাটা কী করে বার করে আনতে হয় সেটা জানি। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে জিজ্ঞাসা করব, আর কী কী বিষয়ে আমরা ভাল করতে পারতাম। আমাকে কী করতে হবে সেটাও কি অন্য কেউ বলে দেবে? একেবারেই নয়। কোন কোন জায়গায় উন্নতি করতে হবে সেটা আমার অজানা নয়।"

ইংল্যান্ডের কোচ হওয়ার পর কী ভাবে সে দেশের টেস্ট পরিসংখ্যান বদলে দিয়েছেন তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন ম্যাকালাম। তাঁর কথায়, "আমি দায়িত্ব নেওয়ার সময় ইংল্যান্ড কী অবস্থায় ছিল সেটা স্পষ্ট মনে আছে। এই দলের সম্পদ, প্রতিভা, সমর্থন এবং ইতিহাস কাজে লাগানোর একটা সুযোগ এসেছিল আমার কাছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের মাঝেও কী ভাবে সকল বাধা পেরিয়ে গোটা বিশ্বে দলটাকে জনপ্রিয় করে তুলব সেই চিন্তা ছিল। ক্রিকেটারদের থেকে বরাবর সেরাটা বার করে আনতে চেয়েছি। গত সাড়ে তিন বছরে স্টোকস এবং আমার পরিসংখ্যান দেখে নিন। নিশ্চিত ভাবেই আগের থেকে ভাল হয়েছে। যে জায়গায় পৌঁছতে চেয়েছিলাম সেটা পারিনি ঠিকই। কিন্তু পৌঁছতে পারব না, এমনটা নয়।"

# বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা নিয়ে আবার মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব, বৈভবদের আরও বেশি ম্যাচ খেলানোর প্রতিশ্রুতি শইকীয়ার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ ভারতে আসবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা এখনও চলছে। আইসিসি-কে দ্বিতীয় বার চিঠি পাঠিয়ে ভারতে না আসার ব্যাপারে জানিয়েছে বাংলাদেশ। তার মধ্যেই আবার মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকীয়া।

শুক্রবার মুম্বইয়ে বোর্ডের একটি বৈঠক ছিল। তার শেষে শইকীয়া বলেছেন, "এই বৈঠক ছিল বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্র (সিওই) এবং অন্যান্য ক্রিকেটীয় ব্যাপারে। ওই বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে পারব না। ওটা নিয়ে আইসিসি-ই সিদ্ধান্ত নেবে।" উল্লেখ্য, মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই, এই ঘোষণা প্রথম করেছিলেন শইকীয়াই। তার মন্তব্যের পর থেকেই যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা এখনও থামেনি।

মুম্বইয়ে বোর্ডের বৈঠকে ভবিষ্যতে সিওই কী ভাবে কাজ করবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি অনূর্ধ-১৯ দল এবং ভারত এ দলের সফর আরও বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিওই গত বছর এপ্রিলে চালু হলেও অনেক পদ ফাঁকা পড়েছিল। সেগুলি ভরাট করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

শইকীয়া বলেছেন, "কিছু কিছু সময়ে ভারতের মূল দল এবং এ দলের সফর একই সময়ে থাকে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে যাতে একসঙ্গে খেলা না পড়ে। কারণ এ দল থেকেই মূল দলে ক্রিকেটারদের নেওয়া হয়।" বোর্ডসচিবের প্রতিশ্রুতি, আগামী দিনে অনূর্ধ-১৯ দলের ম্যাচও যথেষ্ট সংখ্যায় বাড়ানো হবে।

## সেমিফাইনালে বিদায় সিন্ধুর, মালয়েশিয়া ওপেনে হার চিনের ওয়াংয়ের কাছে

মালয়েশিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে হেরে গেলেন পিভি সিন্ধু। চিনের প্রতিপক্ষ ওয়াং ঝি ইয়ের কাছে ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা হারলেন ১৬-২১, ১৫-২১ ব্যবধানে। দু'জনের লড়াই চলল ৫২ মিনিট।

২০২১ সালের ইন্দোনেশিয়া ওপেনের পর প্রথম কোনও সুপার ১০০০ সিরিজের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন সিন্ধু। কোয়ার্টার ফাইনালে আকনে ইয়ামাগুচির চোট পাওয়ায় সহজে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেন সিন্ধু।

## সাক্রুমকে ব্যাকফুটে রেখে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে এগুচ্ছে জিরানিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের লক্ষ্যে এগুচ্ছে জিয়ানিয়া। প্রতিপক্ষ সাব্রুম। প্রথম ম্যাচে পোলস্টারের কাছে ইনিংস সহ ১৪ রানে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে সাব্রুমের বিরুদ্ধে অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে জিয়ানিয়া। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে গ্রুপ এ-এর খেলায় প্রথম দিনে আজ, শনিবার ২৬ উইকেটের পতন ঘটেছে। দিনের খেলা শেষে সাব্রুম ১৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে চারটি। এর আগে সাব্রুম প্রথম ইনিংসে ৩৩ ওভারে ৬৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জিরানিয়া ৩৬.৪ ওভার খেলে ১০৪ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নেয়। ৪০ রানে পিছিয়ে থেকে সাব্রুম দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এদের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ব্যাটিংয়ে জিরানিয়ার পক্ষে রাজদীপ সাহার ৩৬ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে সাব্রুমের পার্থ দেবনাথ ৫টি উইকেট তুলে নেয় ২৯ রানের বিনিময়ে।

## জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে বড় স্কোরের লক্ষ্যে পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে পোলস্টার। টার্গেট রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। প্রথম ম্যাচে জিরানিয়াকে ইনিংস সহ ১৪ রানে হারানোর পর তাদের শিবিরে খেলোয়ারদের মনোবল যথেষ্ট তুঙ্গে। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, শনিবার প্রথম দিনের খেলা শেষে পোলস্টার ইতোমধ্যে ৬৭ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে আরও ৭ উইকেট। প্রতিপক্ষ ওপিসি। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে ওপিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৫৩.১ ওভার খেলে ৬২ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিলে পোলস্টার দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৪ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এর মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার স্নেহাশীষ পাল ৫৯ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে রয়েছে। সঙ্গে রনদীপ দাস ব্যক্তিগত দুই রান নিয়ে। এর আগে আকাশ সরকার ৩০ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপিসি-র বেদব্রত বনিক ২৮ রান পায়। পোলস্টারের অনিরুদ্ধ পাল পাঁচ রানে ৫টি উইকেট এবং অধিনায়ক বিশাল শীল ১২ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নেয়।

## রাজদীপের বোলিংয়ে কমলপুর ব্যাকফুটে উদয়পুরের সামনে জয়ের হাতছানি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চালকের আসনে উদয়পুর। প্রতিপক্ষ কমলপুর। উদয়পুরের লক্ষ্য রয়েছে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। ডি গ্রুপের খেলায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে উদয়পুর প্রথম দিনের খেলা শেষে ১০৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে তাদের আরও সাত উইকেট বর্তমান। উদয়পুরের রাজদীপ ঘোষ ও আফতাব চৌধুরীর বোলিং দাপটে কমলপুর প্রথম ইনিংস স্বল্প রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে কমলপুর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। তবে ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ২১.৫ ওভার খেলে ৫৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। উদয়পুরের রাজদীপ ১৬ রানে পাঁচটি এবং আফতাব বিনা রানে

# বাংলাদেশের ক্রিকেটে প্রতিবাদ বাড়ছে, বিশ্বকাপ নিয়ে দোলাচলের প্রভাব পড়বে মাঠে, আশঙ্কা নাজমুলের, 'মঙ্গলগ্রহেও' খেলতে রাজি মেহেদি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি। দল ঘোষণা হলেও এখনও বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা জানেন না কোথায় তারা খেলবেন। কারণ সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের ম্যাচগুলি ভারতেই হবে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। এই দোলাচলের প্রভাব বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন নাজমুল হোসেন শান্ত। উল্টো কথা বলেছেন মেহেদি হাসান মিরাজ। নাজমুল এখন বাংলাদেশের টেস্ট দলের অধিনায়ক। বিপিএলে তিনি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের নেতা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, "আপনারা দেখবেন, প্রতিটা বিশ্বকাপের আগেই আমাদের সঙ্গে কিছু না কিছু ঘটে। আমি নিজে ক্রিকেটার। দু'-তিনটে বিশ্বকাপ খেলেছি। আমি বলছি, এই ঘটনার প্রভাব পড়তে বাধ্য।" গত বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন নাজমুল। এ বার দলে নেই। তাঁর মতে, তাঁরা অনেক কিছু 'অভিনয়' করে দেখান, যার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি অনেক আলাদা। নাজমুলের কথায়, "আমরা অভিনয় করি বোঝাতে চাই যে, আমাদের কিছু হয় না, আমরা খুবই পেশাদার ক্রিকেটার। আপনারাও বোঝেন যে আমরা অভিনয় করি। এটা কিন্তু সহজ কাজ নয়। ক্রিকেটারেরা এখনও সব সময় চেষ্টা করে কী ভাবে এ সব দূরে রেখে পারফর্ম করা যায়। কিন্তু এই জিনিসগুলো না হলেই সবচেয়ে ভাল।"

মেহেদি চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কোনও প্রভাব বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলায় দেখা যাবে না। তিনি বলেছেন, "যা হচ্ছে সেগুলো দল পরিচালন সমিতি বা কর্তাদের বিষয়। ক্রিকেটারদের এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। তাদের কাজ ভাল ক্রিকেট খেলা। আপনি মঙ্গল গ্রহেও খেলতে পাঠালে তারা অবশ্যই যাবে খেলতে। আমার মনে হয় না এটা নিয়ে কোনও খেলোয়াড়ের দ্বিধা আছে।"

# অ্যাশেজের পঞ্চম ম্যাচও পরাস্ত ইংল্যান্ড, লজ্জার হারে খাদের কিনারে ম্যাকালামের বাজবল

প্রথম তিন টেস্ট হারতে হয়েছিল মাত্র ১১ দিনে। তারপর চতুর্থ টেস্টে খানিক অপ্রত্যাশিত জয়। পঞ্চম টেস্টে আবার সেই একই দুর্দশা ইংল্যান্ডের। এবারও পাঁচ উইকেটে হারলেন বেন স্টোকসরা। এই হারেই সম্ভবত ইংল্যান্ডের 'বাজবল' জমানার সমাপ্তিতে সিলমোহর পড়ে গেল। পঞ্চম দিন সকালে নামার আগে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড ৮ উইকেট খুইয়ে তুলেছিল ৩০২ রান। লিড ছিল ১১৯ রানের। পঞ্চম দিন টেস্ট বাঁচাতে বা জেতার জন্য বড় কোনও মিরক্যালের অপেক্ষায় ছিলেন ইংরেজ সমর্থকরা। যে কাজটা করতে পারতেন জ্যাকব বেথেল। চতুর্থ দিনের শেষে ১৪২ রান অপরাজিত ছিলেন। কিন্তু একার লড়াই আর কতক্ষণ। তিনি এদিন সকালেই ব্যক্তিগত ১৫৪ রানে আউট হয়ে যান তিনি। ইংল্যান্ড অল আউট হয়ে যায় ৩৪২ রানে। পঞ্চম টেস্ট জয়ের জন্য অজিদের টার্গেট ছিল মাত্র ১৬১। সেই টার্গেটে পৌঁছতে অস্ট্রেলিয়া সময় নিল মাত্র ৩১ ওভার ২ বল। কার্যত পালটা বাজবল খেলে অনায়াসে পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ট্র্যাভিস হেড (২৯), জ্যেক ওয়েদারল্যাড (৩৪), লাবুশানে (৩৭) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। নজির গড়ে রুট সেঞ্চুরি করলেও বাকি ব্যাটাররা ডাহা ফেল। ফলে সুযোগ পেয়েও বড় রান তুলতে ব্যর্থ হয় ইংরেজরা। জবাবে অজিরা তুলে দেয় ৫৬৭ রান। ট্র্যাভিস হেড করেন ১৬৩ রান। সেঞ্চুরি করেন স্টিভ স্মিথও। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড লড়াই চালিয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই লড়াই যে যথেষ্ট নয়, সেটা চতুর্থ দিনই স্পষ্ট হয়ে যায় ইংল্যান্ডের গোটা টপ অর্ডারের ব্যর্থতায়। হারই ভবিতব্য ছিল, সেটাই হল।

৪-১ ব্যবধানে অ্যাশেজ হারেই সম্ভবত ইংল্যান্ডের বাজবল জমানায় সমাপ্তিতে সিলমোহর পড়ে গেল। সূত্রের দাবি, ম্যাকালামকে বলে দেওয়া হয়েছে, অ্যাশেজের জন্য দল যে ঠিকমতো প্রস্তুত ছিল না সেটা স্পষ্ট। সেটার দায় তাঁকে নিতে হবে। তাছাড়া দল যেভাবে খেলছে তাতেও খুশি নয় ইসিবি। এমনকী দলের অন্দরের পরিবেশও ভালো না। এই পরিস্থিতি দ্রুত না বদলালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শোনা যাচ্ছে, ড্রেসিংরুমেও অনেকে ম্যাকালামের উপর আস্থা হারাচ্ছেন। ফলে পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে অ্যাশেজের পর নিজেই পদত্যাগ করে দিতে পারেন প্রাক্তন কিউয়ি তারকা।

# জোড়াতালি দিয়ে লিগ আয়োজনের চেষ্টা, ক্ষতির বহর কমাতে ফুটবলারদের বেতন কাটছাঁটের পথে হাঁটছে আইএসএলের একাধিক ক্লাব

কয়েক মাস ধরে অনিশ্চয়তা চলার পর অবশেষে আইএসএল শুরু হওয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। তবে ক্লাবগুলি পড়েছে বিপদে। একে তো লিগ এখনও শুরু না হওয়ায় ক্ষতির বহর বেড়েই চলেছে। তার উপর ক্লাবগুলিকেই ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব নিতে হওয়ায় আগামী দিনে ক্ষতি আরও বাড়বে। এই অবস্থায় কম বেতন নেওয়ার জন্য ফুটবলারদের কাছে অনুরোধ করেছে একাধিক ক্লাব। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর খবর অনুযায়ী, একাধিক ক্লাব ফুটবলারদের অনুরোধ করেছে যাতে তাঁরা ২৫ শতাংশ কম বেতন নেন। আইএসএলের নতুন কাঠামোয় গত বারের থেকে ৭২টি ম্যাচ কম হচ্ছে। তার উপর সম্প্রচারস্বত্ব থেকেও এ বার কোনও লাভ হচ্ছে না। বাধ্য হয়েই ফুটবলারদের কাছে এমন প্রস্তাব রাখতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন একাধিক ক্লাবের কর্তা।

কিছু ক্লাব ফুটবলারদের সরাসরি হ্যাঁ বা না-তে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কোনও ধরনের আলোচনার রাস্তায় হাঁটতে রাজি নয় তারা। আবার কয়েকটি ক্লাব শুধু অনুরোধ করেছে ফুটবলারদের কাছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়েছে ফুটবলারদের হাতেই।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবীয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, ১৪টি ক্লাবই আইএসএল খেলবে। ফলে ওড়িশা-র মতো যে দু'-একটি ক্লাব লিগ খেলতে খুব একটা ইচ্ছুক ছিল না, তারাও খেলবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু আয়োজনের এত খরচ সামাল দেওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। অন্য জায়গা থেকে খরচ কাটছাঁট করতে চাইছে তারা।

সাধারণত আইএসএলের ক্লাবগুলি ৭০ শতাংশ টাকা খরচ করে ফুটবলারদের বেতন দিতে। সর্বোচ্চ খরচের সীমা ১৬.৫ কোটিতে বেঁধে দেওয়া হলেও মোহনবাগানের মতো অনেক ক্লাবই তার চেয়ে প্রচুর বেশি অর্থ খরচ করে। দেশীয় ফুটবলার কিনতেও অনেক খরচ হয়। অনেকেই কোটি টাকার বেশি পান। এক ক্লাবের কর্তা জানিয়েছেন, এর আগে সম্প্রচারস্বত্ব থেকে পাওয়া ২৭৫ কোটি টাকার কিছু অংশ পেত ক্লাবগুলি। এ বার সেটি পাওয়া যাবে না। নিজেদের পকেট থেকে সব খরচ মেটাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সব ফুটবলারকে পুরো বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যাঁদের বেতন এক কোটির বেশি, তাঁদের ২৫ শতাংশ কম টাকা নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। যাঁদের কোটির কম বেতন, তাঁদের ১৫-২০ শতাংশ বেতনহ্রাসের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

## নিউ জিল্যান্ড সিরিজে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন শ্রেয়স, রবিবারই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা

ফিটনেসের প্রমাণ দিতে বিজয় হজারে ট্রফিতে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। দলের জয়ের পাশাপাশি নিজেও রান পেয়েছিলেন। এ বার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে শ্রেয়স আয়ারের। নিউ জিল্যান্ড সিরিজে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন তিনি। ১১ জানুয়ারি প্রথম এক দিনের ম্যাচ। সেই ম্যাচে খেলতে পারেন শ্রেয়স।

শোনা গিয়েছিল, শ্রেয়স ফিট থাকলে প্রথম ম্যাচের পরেই ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হবে। না হলে আর একটি ম্যাচ খেলানো হবে। একটি ম্যাচেই শ্রেয়সের ফিটনেসের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, শ্রেয়সের শরীর এখন ৫০ ওভারের ম্যাচের ধকল নেওয়ার জন্য তৈরি। বৃহস্পতিবার বডোদরা জাতীয় দলের বাকিদের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন শ্রেয়স।

মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন শ্রেয়স। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৫৩ বলে ৮২ রান করেন তিনি। গোটা ইনিংসেই শ্রেয়সের ব্যাটিংয়ে কোনও অস্বস্তি চোখে পড়েনি। ফলে তাঁর শারীরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিতই দেখা গিয়েছে।

গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় বুকে চোট পান শ্রেয়স। তাঁর প্লীহাতে চোট লাগে। অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ দিন চিকিৎসা করার পর ভারতে আসেন। তিন মাসের জন্য ছিটকে যান। শ্রেয়স ফেরায় মিডল অর্ডার নিয়ে চিন্তা কমবে গৌতম গম্ভীরদের। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ভালই খেলেছিলেন।

## মুস্তাফিজুরের বিষয়টি রাজনৈতিক, যার শুরু ভারত করেছে!' জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সিদ্ধান্তে আসন্ন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতে পারবেন না মুস্তাফিজুর রহমান। এর পরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না-আসার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। এই আবহে বাংলাদেশের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'কে জানান, মুস্তাফিজুরকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছে, তার শুরুটা বাংলাদেশ থেকে করা হয়নি। তবে যেটা হয়েছে, তা দুঃখজনক। দুই দেশের কারও জন্যই এটা ভাল হয়নি। মঙ্গলবার সচিবালয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সালেহউদ্দিন বলেন, "ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক বিষয়ের ভিতরে চলে এসেছে।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023



# রাজ্যে প্রদেশের ভাবী সভাপতির পরিচয় দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, সর্তক বার্তা প্রদেশ বিজেপির

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ সম্প্রতি লক্ষ্য করেছে ঋষিকেশ দে নিজেকে প্রদেশের ভাবী সভাপতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মণ্ডলে গিয়ে দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন। এর মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দলের তরফ থেকে ঋষিকেশ দের নাম উল্লেখ করে নি তবে তাকেই বুঝিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দলের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, সভাপতি ও অন্যান্য পদাধিকারীর নির্বাচন ও নিয়োগ একটি নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। গঠনতন্ত্র বহির্ভূত এই ধরনের কার্যকলাপ দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। আজ প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে। প্রদেশ সভাপতির নির্দেশক্রমে সকল জেলা সভাপতি, মণ্ডল সভাপতি ও কার্যকর্তাদের জানানো হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো প্রকার অপপ্রচার, ভ্রান্ত তথ্য প্রচার বা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যকলাপে অংশ নেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। এ ধরনের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তা আগামী দিনে দলকে আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে শৃঙ্খলা, ঐক্য ও গঠনতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে কাজ করবেন। অন্যথায় দলীয় আইন অনুযায়ী যথাযথ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়া, দলের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ থেকে দূরে থেকে দলের শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা রক্ষা করতে।

## তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি : বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। শনিবার বিকেলে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে দলের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। সাক্ষাৎ শেষে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারেক রহমানকে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি আশা প্রকাশ করেছেন যে তার নেতৃত্বে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে হুমায়ুন কবির জানান, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার পথ নিয়ে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, "দুই দেশ কীভাবে একসঙ্গে এগোতে পারে, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে।"

বৈঠকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির দিকগুলোও উঠে এসেছে বলে বিএনপি সূত্রে জানা গেছে।

শনিবার গুলশানস্থিত বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

# এক সপ্তাহেও নিখোঁজ গৃহবধূর হদিস নেই সাব্রুম পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধান না মেলায় নতুন বছরের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে সাব্রুম থানার অন্তর্গত ইন্দিরানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাসপাড়া এলাকা। গত ১ জানুয়ারি নববর্ষের অনুষ্ঠান চলাকালীন সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ রহস্যজনকভাবে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন বিশ্বজিৎ মজুমদারের স্ত্রী তনুশ্রী মজুমদার।

পরিবারের অভিযোগ, পার্শবর্তী বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়খোলা গ্রামের এক যুবক সমর মজুমদার তনুশ্রী দেবীকে কিছু খাইয়ে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ঘটনার পরপরই বিষয়টি সাব্রুম থানায় জানানো হলেও এক সপ্তাহের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিশ এখনও নিখোঁজ গৃহবধূর কোনো হদিস দিতে পারেনি। এর ফলে দাসপাড়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশি তদন্তের গতি ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী। গত ৯ জানুয়ারি বেলা প্রায় ১টা নাগাদ দেখা যায়, নিখোঁজ স্ত্রীকে ফিরে পেতে অসহায় স্বামী বিশ্বজিৎ মজুমদার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

নিখোঁজ গৃহবধূর দ্রুত উদ্ধারের দাবিতে সরব হয়েছে পরিবার ও গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এখনও পর্যন্ত তনুশ্রী দেবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এলাকাবাসী অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

## অগ্নিকাণ্ডে ভাড়াটিয়া ঘর ভস্মীভূত, পুড়ে ছাই বাইক

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: আগুনে পুড়ে ছাই দুটি ঘর সহ একটি। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শট সার্কিট থেকে আগুনে পুড়ে ছাই ওই ঘর। গতকাল গভীর রাতে ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর গ্রামের বাসিন্দা উৎপল কান্তি রায়ের বাড়ির একটি ভাড়াটিয়া ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান বাড়ির মালিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে হঠাৎ করেই ওই ভাড়াটিয়া ঘর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান এলাকাবাসী। তাঁদের চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ির মালিক ও পরিবারের সদস্যরা ছুটে গিয়েছেন। ওই সময় ভাড়াটিয়া ঘরে কেউ ছিল না বলে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘরের আসবাবপত্রসহ সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাশে রাখা একটি বাইক।

খবর পেয়ে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। পরে দমকল ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

# আগরতলা রাম ঠাকুর সেবা আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : আগরতলা রাম ঠাকুর সেবা আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী ও বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

শোভাযাত্রায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আনুষ্ঠানিকভাবে শোভাযাত্রার সূচনা করেন।

নানা রঙিন ট্যাবলু, ধর্মীয় প্রতীক ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে আগরতলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে এই ধর্মীয় শোভাযাত্রা। পরে শোভাযাত্রাটি আগরতলা রাম ঠাকুর সেবা আশ্রমের সামনে গিয়ে সমবেত হয়। শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সুবর্ণ জয়ন্তী ও বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী দিনগুলিতেও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

## তরুণ ব্যাঙ্ক ক্যাশিয়ারের অকাল মৃত্যুতে স্তব্ধ চড়িলাম থালাভাঙ্গা গ্রাম

চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি : তরুণ ব্যাঙ্ক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ চড়িলাম চেছুড়িমাই থালাভাঙ্গা গ্রাম। শুক্রবার রাতে এক হৃদয়বিদারক বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক সন্তানের বাবা হরিহর দেবনাথ (সুমন)। তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

বাইক দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়ির উঠোনেই জ্ঞান হারান মা মহারানী দেবনাথ। বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা কৃষ্ণধন দেবনাথ। একমাত্র বোন কাজল দেবনাথ বন্ধন অফিস থেকে আসা কর্মীদের জড়িয়ে ধরে "ভাই, ভাই" বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন গ্রামের মানুষজনও।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চড়িলাম এলাকার যুবক হরিহর দেবনাথ গতকাল তেলিয়ামুড়া বন্ধন অফিসের ব্রাঞ্চ-২ থেকে বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে তেলিয়ামুড়া বন্ধন অফিসের ডিভিশনের এডিএম গোবিন্দ সূত্রধর নিহতের বাড়িতে ছুটে যান। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, হরিহর দেবনাথ বন্ধন অফিসের তেলিয়ামুড়া ব্রাঞ্চ-২-এর ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সংস্থার নির্ধারিত প্রসিডিওর অনুযায়ী তাঁর পরিবারকে সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এই অকাল মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গ্রামবাসীরা হরিহর দেবনাথের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন।

# টেট টিচারদের নিয়মিত বেতন প্রদানের রায়ে উচ্চ আদালতকে ধন্যবাদ টিটিডিসির

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : টেট শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন প্রদানের বিষয়ে উচ্চ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা টেট টিচার ডেভেলপমেন্ট কমিটি (টিটিডিসি)। এ উপলক্ষে শনিবার আগরতলার প্রেসক্লাবে টিটিডিসির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা টেট টিচার ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি বাদল পাল, সাধারণ সম্পাদক সুবল রঞ্জন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি বাদল পাল জানান, গত ৮ জানুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে টেট শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন প্রদানের বিষয়ে উচ্চ আদালত যে রায় ঘোষণা করেছে, তা টেট শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক।

এই রায়ের জন্য তিনি উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি এম. এস. রামাচন্দ্র রাও-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি, মামলাটি সফলভাবে পরিচালনার জন্য আইনজীবী বিশ্বজিৎ পালিতকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান টিটিডিসির সভাপতি।

তিনি বলেন, এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে বেতন সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে এবং টেট শিক্ষকরা ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবেন বলে সংগঠন আশাবাদী।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও টেট শিক্ষকদের স্বার্থে আইনি ও সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

# লক্ষ্মীপুর মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতির অষ্টম বর্ষপূর্তি ও শীতবস্ত্র বিতরণ

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : লক্ষ্মীপুর মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতির উদ্যোগে শনিবার সংগঠনের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ও দরিদ্র নারী-পুরুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের সিএলএফ-এর অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতির আয়োজনে মহকুমার ব্লকটিলার অফিস গৃহের দ্বিতলায় অবস্থিত ট্রেনিং সেন্টারে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভানেত্রী শ্রীমতি মঞ্জু চাকমা ও সম্পাদিকা শ্রীমতি রীতা বর্ধন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং প্রায় দুই শতাধিক মহিলা কর্মী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সকলে মিলে কেক কাটেন এবং একে অপরকে কেক খাইয়ে আনন্দ-উল্লাস ভাগ করে নেন। পরে সংগঠনের দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে দরিদ্র ও অসহায় প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষের হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংগঠনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সকলের মধ্যে মিষ্টি ও কেক বিতরণ করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিএলএফ-এর নেত্রী বুল্টি সাহা। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

## দক্ষিণ জেলা কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের রেগা আইন পরিবর্তনের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকারের রেগা আইন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনরেগা বাঁচাও সংগ্রাম কর্মসূচী নিয়ে শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের রেগা নাম পরিবর্তন ও রেগার আইন সংশোধনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মনরেগা কার্যক্রমকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

জেলা কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ থেকে কর্মসূচির মূল দাবিও তুলে ধরা হয়। এ দাবিগুলি হলো, কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা, মজুরীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা, জবাবদিহিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা, মনরেগা অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করা এবং কাজ করার সাংবিধানিক অধিকার পুনঃ স্থাপন।

এই দাবিসহ বর্তমান এবং পূর্বতন রেগা আইন তুলনা করে একটি লিফলেটও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়।

দক্ষিণ জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আগামীকাল মনরেগা বাঁচাও কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধর্নার আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি, বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার এবং কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

# এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদ কংগ্রেসের, চার ঘণ্টার প্রতীকী উপবাসের ঘোষণা

কৈলাসহর, ১০ জানুয়ারি: গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কংগ্রেস সরকারের আমলে চালু হওয়া এমজিএনরেগা (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা) প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হল কংগ্রেস। এই নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকল্পটির মূল ভাবনা, অধিকার ও গুরুত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছেএই অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানাল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এই ইস্যুতে শুক্রবার কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় দলনেতা ও স্থানীয় বিধায়ক বিরজিত সিনহা, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, রুনু মিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা বলেন, এমজিএনরেগা শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নয়, এটি গ্রামীণ মানুষের আইনগত অধিকার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে তার গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে কংগ্রেসের দাবি।

বক্তারা আরও জানান, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল দেশজুড়ে আন্দোলনের পাশাপাশি ঊনকোটি জেলাতেও চার ঘণ্টার প্রতীকী উপবাস কর্মসূচি পালন করা হবে। কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে বেলা ১২টা থেকে এই উপবাস কর্মসূচি শুরু হবে। কংগ্রেসের প্রধান দাবিএমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ জনগণের সমস্ত প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফটিকরায়ের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনা নিয়েও মুখ খুলেন বিধায়ক বিরজিত সিনহা। তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময় নিরীহ সংখ্যালঘু মানুষ ও তাঁদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর একাধিক আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে তিনি সরাসরি রাজ্যের ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং ঘটনার নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

কংগ্রেস নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় তারা রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর কর্মসূচির পথে হাঁটবে।

## ধুলোর প্রকোপে ডাম্পারের ধাক্কায় দুর্ঘটনা, আহত যাত্রীবাহী অটোচালক

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : অসমের পাথারকান্দি এলাকার আছিমগঞ্জ—আনিপুর সড়কে দীর্ঘদিন ধরে ভয়াবহ ধুলোর প্রকোপে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা, পথচারী ও যানবাহন চালকেরা। এই ধুলোর কারণেই শনিবার দুপুরে সড়কের পূর্বগুল এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রচণ্ড ধুলোর কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় একটি যাত্রীবাহী অটো ডাম্পার গাড়ির ধাক্কায় সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনায় অটোচালক অল্পবিস্তর আহত হন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই এই সড়কে ধুলোর তাণ্ডব চরম আকার ধারণ করেছে। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার স্থানীয় ভুক্তভোগীরা সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদও জানান। সে সময় পাথারকান্দি পুলিশের পক্ষ থেকে সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে নিয়মিত জল ছিটানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এই দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা সড়ক নির্মাণ সংস্থার খামখেয়ালিপনাকেই দায়ী করেছেন। তারা অবিলম্বে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সিও, ডি সি, এসপি সহ পাথারকান্দির বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত ধুলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

## পিলাক মেলাকে কেন্দ্র করে সক্রিয় চোরের দল, আতঙ্কে এলাকাবাসী

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে তিন দিনব্যাপী পিলাক প্রত্ন পর্যটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেলাকে ঘিরে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। তবে এই আনন্দঘন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে একটি চোরের দল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেলা উপভোগ করতে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবার-পরিজন নিয়ে বাড়ির বাইরে অবস্থান করায় আশপাশের এলাকাগুলোতে বহু বাড়ি ফাঁকা পড়ে যায়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিশিকুটম্বের মতো চোরের দল মেলার তিন দিনই ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা ঘটায়।

বিশেষ করে পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পার্শবর্তী এলাকায় একাধিক বাড়িতে প্রবেশ করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে যায় চোরেরা। শুক্রবার রাতে, অর্থাৎ মেলার শেষ দিনেও চুরির ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

## আগরতলার স্বদেশী মেলা আরও দু'দিন বাড়ল, চলবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি : আগরতলা বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত স্বদেশী মেলার সময়সীমা আরও দু'দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১১ জানুয়ারি স্বদেশী মেলা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখন তা বাড়িয়ে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। শনিবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান, দর্শক ও ব্যবসায়ীদের ব্যাপক সাড়া এবং সাধারণ মানুষের আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই মেলার মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, স্বদেশী মেলা মূলত ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জনপ্রিয়তা ও মানুষের উপস্থিতির কারণে মেলাটি আরও দু'দিন বাড়িয়ে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে।

মেয়র দীপক মজুমদার আশা প্রকাশ করেন, বর্ধিত সময়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ স্বদেশী মেলায় অংশগ্রহণ করবেন এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত হবেন।

## জগহরিমুড়া শিবকালী মন্দিরে পুজো দিলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১০ জানুয়ারি: জগহরিমুড়া শিবকালী মন্দিরে পুজো দিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সোমনাথ মন্দিরসহ বিভিন্ন সনাতনী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর অতীতে সংঘটিত আক্রমণ এবং পরবর্তী সময়ে সেগুলির পুনরুদ্ধারের ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরতেই বছরব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে গজনীর মাহমুদ সোমনাথ মন্দিরে আক্রমণ চালিয়ে তা ধ্বংস করেছিলেন। ২০২৬ সালে সেই বর্বর আক্রমণের এক হাজার বছর পূর্তি হচ্ছে। বিশ্বাস ও সভ্যতার এই মহান প্রতীকের এক হাজার বছরের সহনশীলতা, পুনরুত্থান ও ধারাবাহিকতাকে স্মরণ ও সম্মান জানাতে চলতি বছরকে "সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিহাস অনুযায়ী, ওই আক্রমণটি টানা তিন দিন৮, ৯ ও ১০ জানুয়ারি চলেছিল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মরণে এবং সোমনাথের অখণ্ডতা ও চিরন্তন শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ ১০ জানুয়ারি দেশের সর্বত্র শিবালয়ে ওঙ্কার মন্ত্র জপের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas